BICHITRABYRYA

HEROIC TALE

BY

KRISHNAKAMAL BHATTACHARY

বিচিত্রবীর্য্য

নামক

বীররসাশ্রিত আখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

কলিকাতা

গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত

ইং ১৮৫২ সাল

উৎসর্গপত্র।

অর্থক্ষোভী প্রাংশুর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার
সর্বাধিকারী সদুদার চরিতেষু—

মহাশয়! আমি ভবাদৃশ আচার্য্যের শিক্ষার অনুপযুক্ত ছাত্র। অতএব লোকের নিকট সে পরিচয় দিলে আমার অযোগ্যতা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। তাহারা মনে করিবে যে, ঈদৃশ শিক্ষকের হস্তে পড়িয়া যখন এত অল্প উন্নতি হইয়াছে, তখন আমার অধিক অন্তঃসার থাকা অসম্ভব। তথাপি আমি এই প্রথমোদ্যমকে আপনার নামে ভূষিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি সাধু বৃত্তি গুলি লুক্কায়িত থাকিতে চাহে না। সে গুলি প্রকাশ করিতে এক প্রকার আমোদ বোধ হয়। এই নিমিত্তই, আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি বৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে,

তৎপ্রকাশে আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করিয়া, মহাশয়ের নামে এ গ্রন্থ খানি উৎসর্গ করিলাম। গ্রন্থের নিজের কিছু এমন দাওয়া নাই যে, মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন কি রচনা আর কখন করিব কি না সন্দেহস্থল। অতএব এই বারেই সাদটা মিটাইয়া লইলাম। আমার মনে যাহা কিছু উপাদেয় আছে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প বটে। যদিও সে সমস্তের বীজ আপনি বপন করিয়াছেন, একথা বলিলে আপনার প্রতিষ্ঠিত গৌরবের বৃদ্ধি হইবে না, তথাপি তদ্দ্বারা আমার মনে প্রীতি ও ভক্তিসঞ্চারিত হইয়াছে। সেই ভক্তি সঞ্চারিত হইবার আরও এক বিশিষ্ট কারণ আছে।

বিদেশীয় আড়ম্বর এ দেশে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি এখানে অনেক ভাক্ত দেশানুরাগী জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

দেশহিতেচ্ছা তাহাদের আন্তরিক হউক আর না হউক, তাহারা উহার ভাণ করিতে শিখিয়াছে এবং উহাকে বিখ্যাতিলাভের এক সুগম পন্থা স্বরূপ অবলম্বন করিতে বিলক্ষণ আগ্রহশীল হয়। কিন্তু আপনি লোকলোচনের অগোচর যে সকল পরোপকার করিতে ব্যাপৃত থাকেন, তদ্দ্বারা আপনার নাম প্রথিত হইবার বড় সম্ভাবনা নাই, অথচ আপনার সাধ্যানুসারে, জগতের অতি সারবান্ হিতবিধান করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ইহা সামান্য ঔদার্য্যের কর্ম্ম নহে। সুখ্যাতি লাভের উপযুক্ত অনেক গুণে মণ্ডিত হইয়াও যিনি সুখ্যাতিলিপ্সারূপ অসার আশাকে বিজয় করিতে পারেন, এবং নিঃস্বার্থ লোকোপকার ব্রতে ব্রতী হয়েন, তিনি একজন অসাধারণ মনুষ্য সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থাতে এরূপ লোক অধিক জন্মিলে ইহার উন্নতির যত সম্ভাবনা, তত আর কিছুতেই নহে। ফলতঃ

অমায়িক শব্দের যে অর্থ আমি বুঝি, তাহাতে মহাশয়কে সে উপাধি দিতে আমার কণামাত্র সঙ্কোচ হয় না।

এই গ্রন্থখানি লিখিত অবস্থায় শ্রবণ করিয়া মহাশয় নিতান্ত হেয় করেন নাই। সেটা কতদূর পক্ষপাতিতার কার্য্য, কতদূরই বা সুবিচারসমর্থিত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা এ গ্রন্থের উপর এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবেন যে, "বড় কঠিন কঠিন শব্দ আছে, বুঝা যায় না" তাঁহাদিগকে এই গল্পটী বলি।

একদা ইংলণ্ডের দিগ্‌গজ পণ্ডিত জন্‌সন তর্ক করিতেছেন, এমন সময় একজন শ্রোতা বারম্বার বলিতে লাগিল যে "বুঝিতে পারি না।" জন্‌সন একবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি যুক্তিই দিতে পারি, বুদ্ধি ত দিতে পারি না" *। আমাতে

---

* I have found you an argument, Sir; I am not obliged to find you an understanding.

Boswell's Life.

ও জন্‌সনেতে অনেক অন্তর। তথাপি গল্প-

টী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ইতি।

অকৃতকৃ ভক্তি ভাবাভিমানিনঃ।

শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মণঃ।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। মধ্যে মধ্যে এত ভারি ভারি শব্দ প্রয়োগ আছে যে, আমার নামে সে গুলি বিকাইয়া যাইতে পারে না। যদি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক সে গুলি প্রয়োগ করিতেন, তবে অবশ্যই লোকে, বুঝুক আর না বুঝুক, প্রশংসা করিত। এতদ্ভিন্ন, এ গ্রন্থে সহৃদয়তার বিরুদ্ধ অনেক দোষ আছে, রীতির বিপর্য্যয় বিস্তর আছে, রচনার অসৌষ্ঠবও অল্প নাই। এ সকল জানিয়া শুনিয়াও ছাপাইলাম কেন, এ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বটে। তাহার উত্তর এই দিতে পারি যে, যৎকালে ইহা রচিত হয়, সে সময়ে আমি ইহাকে নিতান্ত হেয় মনে করি নাই। সেই বোধে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়া, ভিতরকার অপকর্ষ দৃষ্টেও,

বিরত হইতে পারিলাম না। পরিশেষে এই বলিয়া মনকে বুঝাইলাম যে, যত কেন অপকৃষ্ট হউক না, বহিখানি কিছু বৃহৎ নয়, ইহার দোষও সুতরাং ব্যাপক হইতে পারিবে না ইতি।

১ লা জানুআরি।

১৮৬২ খৃঃ অব্দ।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

বিচিত্রবীর্য্য।

জনমেজয়ের সর্পসত্র (১) সমাপিত হইলে তিনি কিছুকাল সাবধানে রাজ্যকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বহুদিন তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী নয়নের অগোচর থাকাতে দেশের দুরবস্থার শেষ ছিল না। পথ, ঘাট, নগর, গ্রাম সর্ব্বস্থানই দুর্দান্ত দস্যুবর্গে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রামের ভিতর দিবাভাগে মানুষ হত্যা হইত। পথিকেরা অতিসামান্য সামগ্রী লইয়া যাইতে, লুণ্ঠক হস্তে পতিত হইবার শঙ্কা করিত। কাহারও গৃহে রূপবতী রমণী থাকিলে লম্পটেরা ছলে, বলে, বা কৌশলে অপহরণ করিয়া লইত। সৈন্য সমূহ বহুদিন উপেক্ষিত থাকিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং নিয়মের দাম হইতে মুক্তবন্ধন হইয়া প্রজাগণের উপর নানা অত্যাচার করিত। দেশের গুপ্তি অতি দুর্ব্বল হওয়াতে শান্তি রক্ষা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কৃষি ও বাণিজ্যের ব্যাঘাতে কত সমৃদ্ধ পৌর সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে দারিদ্র্য গহ্বরে নিপতিত হইল। রাজস্বের অতিশয় ন্যূনতা হইল। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়া প্রজাদিগের হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইত। দুর্ভিক্ষের সহচর মরক,

[illegible] তারা কতগ্রাম নগর শূন্য করিয়া গেল। যথায় যাও, সেইখানেই ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠশ্বাস প্রাণীর মরণ যাতনা দেখিতে পাও। যেস্থান পূর্ব্বে জনসমাকীর্ণ ধন-পূর্ণ নগরের অধিষ্ঠান থাকিয়া ক্রয়বিক্রয়ের কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত, এখন তথায় নির্জ্জনবাসী পেচকের কর্ণকঠোর চীৎকার, ঝিল্লীরব, সর্পের ফূৎকার, ও পূতি-গন্ধী পবনের বিষাদজনক হুহুধ্বনি শ্রবণ গোচর হইত। রাজপথের উপর নিবিড় জঙ্গল, কঙ্কালরাশি ও হিংস্র জন্তুর নখপদ দেখিয়া পথিকেরা উদ্বিগ্নমানসে, সভয় পদসঞ্চারে, বসনে নাসা আচ্ছাদন করিয়া ত্বরিত পরি-হার করিয়া যাইত। "যেসকল সোপান (২) পূর্ব্বে রমণীরা পাদালক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিত, এখন তথায় সদ্যোনিহত হরিণের উষ্ণ রুধির ছল্ ছল্ করিত। গৃহদীর্ঘিকার জলে আরণ্যমহিষেরা শৃঙ্গাঘাত করিত। গৃহের চিত্রপটে লিখিত হস্তীকে পারমার্থিক সিংহ নখাঘাত করিত"। হস্তিনাপুরী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রাম আফ্রিকার শাহারামরুতে অবাকীর্ণ গু-লিসের (৩) ন্যায় হইয়াছিল। দেশের ত এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল।

এদিকে স্বভাবশত্রু পারসীকেশ্বর সন্ধিভঙ্গ করি-বার ভয় দেখাইতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার সাধ-নের সাতিশয় প্রাচুর্য্য ছিল। তাঁহার প্রজারা হিন্দু-দিগের নিকট পোতনির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়া বিলক্ষণ

দক্ষতা সহকারে নিকটবর্ত্তী সাগরে বাণিজ্য করিত। তাহারা তখনও বিলাসিতা শিক্ষা করে নাই; তখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের পরিশ্রমে বিরক্তি জন্মে নাই; তখনও তাহাদিগের স্বাভাবিক বল, ভোগাতিশয় দ্বারা ক্ষীণতা পাইতে উন্মুখ হয় নাই; তখনও তাহাদিগের শস্ত্রই বিদ্যা, এবং ধনুর্ব্বেদই শাস্ত্র ছিল। তাহাদিগের দেশ একটী বিশাল শিবির স্বরূপ, তথাকার সকলেই যোদ্ধা ছিল। আবার, বিস্তারী বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইয়া তাহারা নৌকাবাহনে অতি নিপুণ, এবং জলদস্যুদিগের লোভ হইতে পণ্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকাতে সামুদ্রিক যুদ্ধে সমধিক বিচক্ষণ হইয়াছিল। তৎকালে পারস্যরাজের ভাণ্ডার ধনপূর্ণ. সৈন্যমণ্ডল কর্ম্মঠ, পোতরাজি সুনিয়মে সংস্থাপিত এবং, সকল রাজ্যের প্রধান সমৃদ্ধিহেতু কৃষি বাণিজ্য, বহুলপ্রচার, ছিল। তিনি হিন্দুর সহজ শত্রু, এই সময়ে তাহাদিগের অন্নদশা দেখিয়া ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে প্রলোভিত হইলেন।

রাজা জনমেজয় অভিমন্যুর পৌত্র এবং সাহস, বুদ্ধি ও পরাক্রমে পিতামহের অনুপযুক্ত ছিলেন না। তথাপি দেশের আভ্যন্তর অবস্থা বিবেচনা করিলে নেপোলিয়নেরও (৪) শঙ্কা হইত। পাঞ্চাল প্রদেশীয় বিক্রান্ত ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সেনার অধিকাংশ পূর্ণ রাখিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুরুপাণ্ডব

যুদ্ধে আত্মশৌর্য্যের প্রচার করিয়াছিল। কৃপাচার্য্য সেনানাথ ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত রণশক্তি ত্রিলোকীবিখ্যাত। তিনিই মহারাজ পরীক্ষিতকে ধনুর্ব্বেদের উপদেশ দেন। তাঁহারই সোদরার গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। এই মহাবীরের নাম কাহারও অপরিজ্ঞাত নাই। ইনি বিষ্ণুর মহাচক্র প্রার্থনা করিতে সাহসহীন হয়েন নাই, (৫), ইনি আরাধনা দ্বারা মহাদেবের প্রসাদলাভ করিয়া এক রাত্রে শত শত পাঞ্চালসৈনিকের নিপাত করেন। ইনি পিতৃবধামর্ষে নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেবতাদিগেরও ভয়োৎপাদন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম ব্যতীত আর কেহই ইঁহার সদৃশ তেজ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কৃপাচার্য্য সেই অশ্বত্থামার মাতুল। তাঁহার বার্দ্ধক্যদশা আন্তরিক যৌবনের কিছুমাত্র হানি করে নাই; তাঁহার বলিত গাত্রের অভ্যন্তরে তখনও এক প্রদীপ্ত ও সবল মানস বিরাজমান ছিল। জনমেজয়ের অদ্বিতীয় পুত্র বিচিত্রবীর্য্য অশ্বসাদীদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীর্য্য, অলৌকিক সাহস, অনুপম রণনৈপুণ্য, অসামান্য সাবধানতা ও অগাধ বুদ্ধিশক্তি রাজ্যের সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। এই দুই জনের উপর নির্ভর করিয়া রাজা জনমেজয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু পারস্যরাজ যেরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝা গিয়াছিল যে, তিনি

শীঘ্র নিরস্ত হইবেন না। দেশের এমন অবস্থা ছিল না যে, যুদ্ধের ব্যয় তাহা হইতে নির্ব্বাহিত হয়। ইহার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে লোকে উন্মত্ত হইয়া যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তাহাই এক শুভ। দেশের নিয়ম এই যে, রাজা যত কেন প্রভাবশালী হউন না, ব্রাহ্মণসমাজের মত উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ব্রাহ্মণেরা রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পাঞ্চালীয় ক্ষত্রিয়েরা সাহসিক ও সুশিক্ষিত হইলেও, এই বিষম বিপদে শঙ্কার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। জনমেজয়, হিমালয় অবধি সিংহল ও সিন্ধু অবধি ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত, বিস্তীর্ণ ভূভাগের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এই আয়ত দেশে যে তাঁহার প্রতি কোন রাজাই অপরক্ত বা বিরুদ্ধ ছিলেন না, ইহা কখন সম্ভাবিত নহে। তাঁহারা এতদিন ভয়াভিভূত থাকিয়া কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে অবসর পাইয়া নির্ব্বাণপ্রায় বৈরে ফূৎকার প্রদান করিতে যে ত্রুটি করিবেন ইহা কে বলিতে পারিত? আবার এই বিষম সময়ে দস্যুবৃত্তির এরূপ বাহুল্য হইয়াছিল যে, দেশের শাসন নিতান্ত কঠিন ও নিতান্ত সাবধান না হইলে, অথবা ক্ষণমাত্র বাহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বিন্ধ্যশ্রেণী নিবাসী পুলিন্দের অবতীর্ণ হইয়া রাজ্য ভাসাইয়া দিত। ইহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার কোন উপায় ছিল না। ইহার

মধ্যে মধ্যে দলে দলে আসিয়া সমীপবর্ত্তী জনপদের সর্ব্বনাশ করিয়া পুনর্ব্বার দুর্গম অরণ্যবেষ্টিত শৈল-শিখরে পলায়ন করিত। যথার্থ বটে, সুশিক্ষিত সে-নার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে, বায়ুর মুখে তৃণ রাশির ন্যায়, তাহারা বিকীর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু তাহারা যে সকল নিবিড় অরণ্যে পলাইত, তথায় সেনা যাইবার সুবি-ধা নাই। এতদ্ভিন্ন, যুদ্ধের উদ্‌যোগ কিছুই ছিল না, বহুদিন অবধি দুর্গের সংস্কার নাই, অস্ত্রের নবীকার নাই, সৈন্যবর্গের ব্যায়াম নাই, সাগর কূল সুরক্ষিত হয় নাই, দেশের প্রত্যন্ত গুপ্ত হয় নাই; প্রতিবেশী নরপতিরও শোধন হয় নাই। সময় ঈদৃশ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল।

এই অপার বিপদ্‌পারাবারে অতিদূরে ধূমের ন্যায় এক উপকূল লক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুরা বহুকাল অবধি বেদবিহিত সদাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। ই-হাদিগের ধর্ম্মশ্রদ্ধা সামান্য নহে। যেরূপ আহার বিহার প্রভৃতি নৈসর্গিক কার্য্য, লোকে অনাহূত ও অনুত্তেজিত হইয়া সম্পাদন করে, হিন্দুদিগের ধর্ম্মকার্য্যও সেরূপ। ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিলে কেবল পারকালিক মঙ্গল হইবে এমন নহে, হিন্দুর ঐহিক সুখও তাহাতে গ্রথিত আছে। হিন্দুর লৌকিক শুভ ও ধর্ম্মকার্য্যের সহিত এক অপ-রিজ্ঞেয় অনির্ব্বচনীয় সম্পর্ক আছে। সুবর্ণচৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা যে কেবল পরকালেই শাস্তি

পাইবে, এমন নহে, জন্মান্তরে সুবর্ণচোরের নখ বিশ্রী হইবে এবং সে সর্ব্বলোকের ঘৃণাপাত্র হইবে। (৭) পারত্রিক আশা বা ভয় তাদৃশ প্রবল নহে। যদি নরকের বহ্নিতাপ লোকের তত ভয়ানক বোধ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে পাপকর্ম্মের এত বাহুল্য থাকিত না। কোন্ জাতির কবিতা ঐহিক পাপের ভীষণ পরিণাম বিষয়ে লোকদিগকে প্রতিবোধিত না করিয়াছে? যদি একবার নরকের যন্ত্রণা বর্ণন পাঠ কর, হৃদয় কম্পিত হইবে, গাত্র উৎপুলক হইবে, এবং সংসারের সমুদয় দুঃখ লঘু বোধ হইবে। তথাপি মানসে সেই ভয়ের তত সংস্কার হয় না; তথাপি সে সমুদয় দুঃখ কাল্পনিক ও অপরিস্ফুট বোধ হয়; তথাপি পরদ্রব্য হরণার্থ যখন হস্ত বিসারিত কর, তখন তাহা স্বভাবতই সংকুচিত হয় না; তথাপি তোমার জিঘাংসার আবির্ভাব হইলে, পাশদণ্ড মনে পড়িয়া মনকে দারুণ ব্যবসায় হইতে নিরস্ত করে; তথাপি পাপে বিষের ন্যায় অপরক্তি হয় না; ইহার অর্থ কি? কিন্তু যদি বলা যায়, যে দেবভক্তি না করিলে তোমার গুণবান্ তনয়ের মৃত্যু হইবে, তোমার আবাস নানাবিধ দুঃখের রঙ্গস্থল হইবে, তখন কি তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার? হিন্দুদিগের ধর্ম্ম এবম্বিধ শ্রদ্ধামূলক ছিল। তাহারা ঐহিক শুভাশুভের সহিত কৃত্যাকৃত্যের সম্বন্ধ জানিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারিত না। এই নিমিত্তই তা-

হাদিগের বেদভক্তি এরূপ বলবতী, এই নিমিত্তই অতি নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের অবমাননা করে না, এবং এই নিমিত্তই ধর্ম্মবোধ,—কুসংস্কার মূলকই হউক আর যুক্তিযুক্তই হউক,—তাহাদিগকে এরূপ আয়ত্ত রাখিয়াছে। ঈদৃশ শ্রদ্ধাবান্ হিন্দুরা কখনই ভিন্নজাতীয় ম্লেচ্ছদিগকে হিন্দুরাজ্যে আধিপত্য করিতে দিবে না। যে সকল বিপক্ষ রাজা আছেন, তাঁহারা এই সনাতন ধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সময় কখনই বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অবশ্যই ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন। এ যুদ্ধ সামান্য নহে। ইহাতে দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে অনুকূল দেবতারা ভারতবর্ষের সুখ-সাধনে সতত জাগরূক আছেন, যাঁহারা নদীমাতৃক প্রদেশের কৃষাণবর্গকে উপযুক্ত বল দিয়াছেন, যাঁহারা সম্রাটদিগকে নানা রাজ্যে বিজয়ী করিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্প ফল দ্বারা এদেশের ক্ষেত্র, বাটিকা ও উদ্যানকে বিভূষিত করিয়াছেন, যাঁহারা তাম্রপর্ণী নদীর (৮) মুখভাগ স্থূল মুক্তাফলে অবাকীর্ণ রাখিয়াছেন, যাঁহারা রাজাদিগের বাহনার্থ দেশের বনশ্রেণীকে অসংখ্য হস্তীর আবাস করিয়াছেন; যাঁহারা শৈলমালার গর্ভে কাশ্মীরদেশ নিহিত করিয়া ধরণীতে সুরলোকের আদর্শ রাখিয়া-

ছেন, যাঁহারা হিমালয়ের উপত্যকা, মালক্ষেত্র (৯) ও শিখরভাগকে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের পদার্থ দ্বারা সুসজ্জিত রাখিয়া যেন ভূলোকের সারসংগ্রহ দেখাইয়াছেন এবং যাঁহারা, পাছে চির সৌভাগ্যে নিতান্ত তৃপ্ত হইয়া সুখের স্বাদ গ্রহণে অসমর্থ হয়, এই ভাবিয়াই যেন, সুখতৃষ্ণার নবীকার নিমিত্ত বর্ত্তমান বিপদ্ উপস্থিত করিয়াছেন এবং তন্নু মেঘমালা অপনীত হইলেই দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্য সহকারে সূর্য্যোদয় করিবেন, সেই শুভবিধাতা দেবেরা ম্লেচ্ছ জাতি দ্বারা অবমানিত হইবেন ইহা শরীরে রক্ত মাংস থাকিতে সহ্য হয় ; যে সকল ম্লেচ্ছবর্গ বারম্বার সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের পদানত হইয়াছে, যাহারা কতবার ভল্লাস্ত্র দ্বারা শতধা নিকৃত্ত হইয়া আপনাদিগের শ্মশ্রুযুক্ত মুখরাজিদ্বারা রণভূমি আবৃত করিয়াছে, যাহারা আচার দোষে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া দেবতাদিগের অপ্রিয় পাত্র হইয়াছে, সেই দুরাচারেরা অসময় পাইয়া ভয় দেখাইতেছে, স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে আসিতেছে, এই ভাবনায় সকলের মন অপ্রীত হইল। ভীরুর মনে সাহসের আবির্ভাব হইল এবং নিরুৎসাহের অধ্যবসায় হইল। সকলেই দেশকে সন্তান ও পিতার ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। দুরাত্মা নরাধম ম্লেচ্ছেরা আমাদিগের উপর আধিপত্য করিবে, যত পারে উৎপীড়ন

করিবে, আমাদিগের দরিদ্রবর্গকে অসহ্য যাতনা দিবে, ভারতবর্ষের সীমায় এক জন ম্লেচ্ছ এক জন হিন্দুর উপর ক্ষমতা প্রদর্শন করিবে, পবিত্র দেবায়তন যবনের পাদস্পর্শে কলুষিত হইবে, ইত্যাদি চিন্তা অনলে ঘৃত স্বরূপ হইল। জনতার চিত্ত অত্যন্ত প্রতপ্ত হইল, সকলে যেন দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈবী বিপত্তি বিস্মৃত হইল এবং উৎসাহ শিখা এরূপ উদ্দীপিত হইল, যে যেন এক জনেই সশস্ত্রপাণি হইয়া ম্লেচ্ছবংশ পৃথিবী হইতে সমূলে উৎপাটন করে।

রাজা জনমেজয় প্রজাদিগের এরূপ উৎসুক্য ও অকুতোভয়তা দেখিয়া অনেক সুস্থ হইলেন। তিনি অবিলম্বে দেশ বিদেশে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যে স্থানে যে কেহ অস্ত্রধারণে সমর্থ থাকে, তাহারা মিলিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধে জনমেজয়ের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে। আজ পঞ্চ সিন্ধুর তীরবর্ত্তী দুর্গসমূহ পুনঃ সংস্কৃত হইতে লাগিল। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভে ময়দানবের নির্ম্মিত, অতি শক্ত, দুর্ভেদ্য ও বিশাল পরিখাবেষ্টিত এক দুর্গ ছিল। তাহার অভ্যন্তরে দশ অক্ষৌহিণী (১০) উপযোগ্য সামগ্রী ও আহারের সহিত থাকিতে পারিত। অলৌকিক কৌশলে রচিত এই দুর্গ শীঘ্র বিনষ্ট বা জীর্ণ হইবার নহে। এই সময়ে ঐ দুর্গই নানাদিগ্দেশাগত সৈন্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের মহাতেজস্বী তনয়

মণিপুরেশ্বর বভ্রুবাহন বহুকাল প্রজাপালন পূর্ব্বক আপনার পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বর্গারূঢ হয়েন। সেই মণিপুরপতি চিত্রাঙ্গদ মৈত্রী ও যৌন-সম্বন্ধে রাজা জনমেজয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। পারসীকেরা পোত যুদ্ধে সুনিপুণ ছিল, পাছে কুমারিকা অন্তরীপ বেষ্টন পূর্ব্বক গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় গঙ্গার মুখে এক অনীকিনী সন্নিবেশিত হইল। উপকূলের অন্যান্য ভাগ গন্ধমাদন, চিত্রকূট, মাল্যবান্ প্রভৃতি পর্ব্বতে আবদ্ধ ছিল, অতএব আর কোন স্থানে রক্ষণ রাখিতে হইল না। পশ্চিম বেলায় নর্ম্মদা নদীর মুখ ছিল, কিন্তু তথায় পারসীক রণতরী প্রবেশ করিলে কার্ত্তবীর্য্য বংশীয় মাহিষ্মতীর মহারাজ অগ্নির সাহায্যে সমুদয় ভস্মসাৎ করিবেন (১১)। দেশের গুপ্তি এই রূপে এক প্রকার নির্ব্বাহিত হইল।

নানা প্রদেশের সামন্তেরা সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই নবীন সৈনিকেরা কোন মহাভীষণ সংগ্রামে রূঢ়ব্রণ হয় নাই বটে, কিন্তু কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে বীরদিগের ত্রিভুবন বিলাসী যশোরাশি ইহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। স্বভাবশত্রু ম্লেচ্ছের দমন এক সমধিক উত্তেজনা হইল। যুদ্ধে মৃত্যু স্বর্গারোহণের দ্বার, যুদ্ধে বিজয়, দেশ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপায়, ইহা অপেক্ষা গরীয়ান অবদান আর

কি আছে? প্রবীণ যোদ্ধারা নবীনদিগের অধ্যবসায় ও সাহস দেখিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। "ম্লেচ্ছের বিনিপাত" এই শব্দ সৈন্য-মণ্ডলীর সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভট-বর্গের রণৌৎসুক্য এত দূর উঠিল, যে তাহারাই পারস্য আক্রমণের অভিলাষ করিল। যুবরাজ বিচিত্রবীর্য্য সৈন্যবর্গের নেতা হইলেন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে যে রূপ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বয়ং করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক মদ্ররাজের অভেদ্য ও অগাহনীয় ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া আপন যোদ্ধৃবর্গকে একেবারে মদ্রসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে লইয়া গিয়াছিলেন। এই অসাধারণ সাহস ও কৌশলে প্রতিপক্ষ-সেনা বিস্মিত ও প্রতিপত্তি শূন্য হইয়া গেল। তাহা-দিগের পৃষ্ঠভাগে এক প্রবল অরিদল প্রবেশ করাতে, তাহারা অগ্রসরণ বা অপসরণ কিছুই করিতে পারিল না। সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে সবেগে ও সক্রোধে সমা-ক্রান্ত হইয়া, দ্বিপেন্দ্রের শুণ্ডে কদলীর ন্যায়, মদ্র-সেনা ভগ্ন হইয়া গেল। এই অবধি বিচিত্রবীর্য্যের নাম জগদ্বিখ্যাত হইল, এই অবধি গ্রামবৃদ্ধেরা মণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কথায় কালহরণ করিতে লাগিল এবং গোপিগোপীরা ইক্ষুচ্ছায়ায় নিষণ্ণ হইয়া তাঁহার যশ গান করিতে লাগিল। সেই যুবরাজ

বিচিত্রবীর্য্য এক্ষণে সেনানায়ক হইয়া বিভিন্নজাতীয় শত্রুবর্গের সহিত সংগ্রামে সজ্জ হইলেন। তাঁহার প্রতি সৈনিকগণের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও স্নেহের সীমা ছিল না। কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলে অন্ধের ন্যায় তাঁহার আদেশের অধীন হইল।

পারসীকেরা উদ্যোগের ন্যূনতা করে নাই। তাহাদিগের দেশ একচ্ছত্র রাজার অধিকার। ভারতবর্ষে যেমন, পারস্যে সেরূপ অবান্তর কলহের মূলীভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্রধান রাজ্য ছিল না। ভারতবর্ষে যেমন সম্রাট্ সকলের আদেশক হইয়া সামন্তদিগের দ্বেষের পাত্র হইয়া থাকিতেন, পারস্যরাজ তেমন নহে। পারস্য অত্যল্প দিন মাত্র সভ্যতাসোপানে পদার্পণ করিয়াছিল। মরুভূমির কষ্টসহ সন্তানেরা অসভ্যাবস্থায় যে দলপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, তাঁহারই বংশ তৎকালে রাজপদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী বা অনাসক্ত কেহ ছিল না। পারস্যের তখনও এত সভ্যতা বৃদ্ধি হয় নাই যে, যথেচ্ছাচারী নরপতির বিদ্রোহী কেহ জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদিগের অবস্থাই এরূপ ছিল যে, অনিয়ন্ত্রিতশক্তি এক জন অধীশ্বর না থাকিলে চলিত না। এখন পর্য্যন্তও তাহাদিগের অসভ্য আকার, বাধ্য দস্যুবৃত্তি, বর্ব্বর চরিত্র, এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতি জগদ্বিখ্যাত ছিল। যে কিছু প্রবৃত্তি, তাহাদিগের সে সমুদায়ই হিন্দুদিগের নিকট স্বীকৃত ছিল। কিন্তু পরিশ্রমের সাহায্যে তাহারা

পোতনির্ম্মাণ বিষয়ে, আপনাদিগের আদর্শস্বরূপ হিন্দু-দিগকেও অতিক্রম করিয়াছিল। যে সময়ে হিন্দুরা বঙ্গের তনু বস্ত্র পরিধান ও কাশ্মীর শালের সংস্তরে উপবেশন করিয়া বিলাসিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল, পারসীকেরা সেই কালেই কেশাচ্ছন্ন মুখ থাকিয়া এবং বর্ব্বর জাতীয় বলিয়া লোকের ঘৃণাপাত্র হইয়া দক্ষতাসহকারে আপনাদিগের সাম্যত্রিকশক্তির বর্দ্ধন করিতেছিল।

পারসীকেশ্বর সেই শ্রমশীল প্রজাগণের অধিপতি হইয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রজারা একমত ও একস্বার্থ। এবম্বিধ শত্রুর উপর ভেদপ্রয়োগ করিলে কোন ফলদায়ক হয় না। তিনি আরও মনে করিয়াছিলেন যে, মরুভূমির সিকতায় তাঁহার সজাতিরা যেরূপ উত্ত্যক্ত আছে, তাহাতে ভারতবর্ষের ফলশালী ভূমি দেখিলে আপনা হইতেই অধিকার করিতে উদ্যমপরায়ণ হইবে। এই সকল আলোচনা করিয়া তিনি সন্ধিভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় নিশ্চয় ছিল যে, এবার হিন্দুর সর্ব্বনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। বহুসংখ্যক পোত, ধনুর্ধর ও নৈভন্দিপালিক পুরুষবর্গে অধিরূঢ় হইয়া সিন্ধুনদে সংমিলিত হইতে লাগিল। বিকটবেশ ও ভয়ানকাকার এক সেনা তরবারি ও বল্লমে সশস্ত্র হইয়া পূর্ব্বোক্ত নদের পশ্চিম তটে সংগৃহীত হইল। এই ঘোর উ-

ক্রমে হিন্দুর ভাগ্যে কি ছিল তাহা দেবতারাই জানিতেন।

এখন শীঘ্রই সমরারম্ভের সম্ভাবনা হইল। হিন্দু-সেনা সম্যক্ সুসজ্জিত না হইতে হইতেই যবনেরা সিন্ধু পার হইয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে পদার্পণ করিল। বর্ব্বরস্বভাব সেনানাথ হিন্দুরাজ্যে প্রবেশ করিয়াই স্বীয় চরিত্রের অনুরূপ ব্যাপার আরম্ভ করিলেন। প্রান্তবাসীদিগের শিরে দাহন, উদ্বন্ধন, বন্দীকরণ প্র-ভৃতি ভীষণ যন্ত্রণা পতিত হইল। দুর্দান্ত কঠোর-স্বভাব যবনেরা আপনাদিগের রণরঙ্গের সম্মুখে যাহাকে পাইল, তৎক্ষণাৎ কৃপাণধারায় সমর্পণ করিল। রূপ, বয়স বা লিঙ্গের বিচার রহিল না। সংহার স্বয়ং যবন সে-নার অনুগামী হইয়া আপনার আবির্ভাবচিহ্ন সর্ব্বত্র প্রা-দুর্ভূত করিলেন। মাঠ,বাগান,নগর ও হর্ম্ম্যমণ্ডলী সমুদা-য়ই নিষ্ঠুর ম্লেচ্ছদিগের নিকট অবমানিত ওশ্রীভ্রষ্ট হইল। এদেশে কখন এরূপ বিপত্তি উপস্থিত হয় নাই। লো-কেরা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া স্বভাবতই এই অভূতপূর্ব্ব বিপ-দাপাতকে দেবতাদিগের কোপের ফল স্বরূপ বুঝিল। রাজা জনমেজয় পিতৃমরণের নির্যাতন করিয়া আপন অধিকৃত দেশকে চিরানুকম্পী ভগবান্‌দিগের রোষানলে প্রক্ষেপ করিলেন, অনেকে এইরূপ মনে করিতে লাগিল।

পারসীক সেনা অবাধে বিতস্তাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। পুরোভাগে যত নগর ও দুর্গ ছিল, সকলই

অল্পোদ্যমে তাহাদিগের হস্তগত হইল। তাহারা এরূপ দুর্জ্জয় শক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক একেবারে ভারত-ভূমির বক্ষস্থলে অধিরোহণ করিল দেখিয়া হিন্দুদিগের অন্তঃকরণ ভয়মগ্ন হইতে লাগিল। সম্মুখে যেন এক মহানীলমেঘমালাবেষ্টিত পর্ব্বতসমতরঙ্গবিলোড়িত মহাসাগর গ্রাসার্থ উদ্যত হইয়া আসিতেছে, এরূপ বোধ হইল। এই সময়ে অনেক অক্ষোভ্যচিত্ত পুরুষ গৌরবপ্রকাশের অবসর উপস্থিত বুঝিয়া গূঢ় আহ্লাদ অনুভব করিতে লাগিল। এত দিন মহোৎসাহশালী হিন্দুদিগের প্রভাবে বাহ্য শত্রুরা, নদীবেগে বেতসের ন্যায়, নতশীর্ষ ছিল। হিন্দুরা অবিরোধে আপনাদিগের বর্দ্ধমান ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি করিতে প্রবৃত্ত ছিল। কিন্তু অধ্যবসায়পূর্ণ ক্ষত্রসন্তানদিগকে আলস্য ও ভোগের সময় অতিদুঃখে যাপন করিতে হইয়াছিল। যাহাদিগের যুদ্ধই বিনোদন, সমরে সাহস-প্রকাশই আনন্দহেতু, শত্রুদমনই গৌরবের নিদান, বিপদে ধৈর্য্য প্রদর্শনই কীর্ত্তি এবং অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশই এক মাত্র অভিলাষ, সেই মহোদ্যোগশালী দুর্জ্জয়হৃদয় ক্ষত্রিয়দিগের কি সন্ধির সময় সুখে অতিবাহনীয় হয়! তাহাদিগের মন বিগ্রহের নিমিত্ত প্রদীপ্ত থাকে ও বিপদাগমের নিমিত্ত উৎসুক থাকে এবং পাণি শস্ত্রগ্রহণের নিমিত্ত কণ্ডূতিযুক্ত থাকে। কার্য্য-হীন তরবারি তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া উৎসনা

করে. বর্ম্মহীন দেহ সন্নদ্ধ হইবার নিমিত্ত মহোদ্বিগ্ন থাকে, ধাবনহীন রণতুরঙ্গ আন্তরিক তেজে জ্বলিত হইতে থাকে। যেরূপ সাগরের অগাধ পয়োরাশি নিরন্তর প্রচণ্ড বাতাঘাতে সংক্ষোভিত না হইলে দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়া যায়, সেরূপ ক্ষত্রিয়দিগের আলস্যান্বেষী দেহ সমরের মহাব্যাপারে ব্যাপৃত না থাকিলে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যায়। এবম্বিধ ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এই বিপদাগমকে বিনোদনস্বরূপ মনে করিল। বিপদের গুরুতা তাহাদিগের হর্ষের গুরুতার হেতুভূত হইল। আবার স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা তাহাদিগের শিরায় সমধিক বল প্রদান করিল। ইহার মধ্যে পারস্যরাজের পতাকা হিন্দু-দুর্গে অধিরোপিত হইয়া দূরস্থিত শত্রুবর্গকে তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল, ইহার মধ্যেই বর্ব্বরদিগের কর্ণ-কঠোর রণভেরী গভীর শব্দ দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় জর্জ্জর করিতে লাগিল, ইহার মধ্যেই পারস্যের মরু-চারী শুষ্কঘাসাহারী তুরঙ্গসংঘ কৃষ্ণশ্মশ্রু ও অবষ্টব্ধ-কায় ভটবর্গে অধিরূঢ় হইয়া ভারতবর্ষের কলশালী ক্ষেত্রে নদীরয়ের ন্যায় বিসারিত হইয়া পড়িয়াছে, এই ভাবনা দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। উষ্ণদেশের তেজস্বী অধিবাসীরা অত্যল্প অপমান পাইয়াই উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদিগের ক্রোধাগ্নিকে, হিমালয়ের তুষারবর্ষী গাত্রভেদক উত্তরবায়ু সহস্রবর্ষ প্রবাহিত হইয়াও নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ নহে। তাহা-

দিগের চিরজাগরিত মনস্বিতা এত অবমানিত হইয়াছে বলিয়া আপনাকে ধিক্কার করিতে লাগিল। তাহারা এক্ষণে নির্গমোন্মুখ গুলির ন্যায় সন্মুখীন থাকিয়া নোদনা পাইলেই সিংহের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিবে, অগ্নির ন্যায় ভস্মসাৎ করিবে, বায়ুর ন্যায় উদ্ধূত করিবে এবং মহোর্ম্মির ন্যায় প্লাবন করিবে।

যুবরাজ বিচিত্রবীর্য্য এই যুবজনসাধারণ চিন্তাবস্থার অধীন ছিলেন। তাঁহার সাহসাশ্রয় হৃদয় পারস্যকৃত অবমাননায় প্রজ্বলিত ছিল। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিতস্তাভিমুখে সৈন্য চালনা করিলেন। যথার্থ বটে, তাঁহার সেনা তাদৃশ বিসারিণী ছিল না, কিন্তু আন্তরিক সারই কার্য্যোপযোগী, সংখ্যাধিক্য কেবল বাহ্য বিভীষিকা মাত্র, এই তত্ত্ব কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে বিলক্ষণ সমর্থিত হইয়াছে। সেই রণে পাণ্ডবদিগের সাত অক্ষৌহিণী, ভীষ্মের অগাধ পরাক্রমের প্রাতিকূল্যে, দ্রোণের দুঃসহ শরবৃষ্টি সহ্য করিয়া এবং—যাঁহাকে দেখিলে মৃত্যুরও অননুভূতপূর্ব্ব ভয়ের আবির্ভাব হইত,—সেই কর্ণের বেগধাবী রথের গতি বিফল করিয়া কৌরবদিগের একাদশ অক্ষৌহিণীকে আকাশসাৎ করিয়াছিল। এই ব্যাপার, বিচিত্রবীর্য্যের সন্তুণ তীক্ষ্নবুদ্ধি সেনানাথের হৃদয়ঙ্গম না থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

যুবরাজ দেশরক্ষোদ্যত আপনার অধীন বীরবর্গকে অরিসম্মুখীন করিতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনার সুশিক্ষিত অনুচরেরা বর্ব্বর পারসীকদিগকে অনায়াসেই নিরাকরণ করিতে পারিবে। এই নিশ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এরূপ বেগে প্রয়াণ করিলেন যে, পারসীকেরা অসম্ভাবিত কালেই তাঁহার সেনার পুরঃসরণ দেখিয়া অতিমাত্র চকিত হইল। তাহারা অসীম সাহস ও অদ্ভুত পরাক্রমের আধার ছিল। কিন্তু হিন্দুসেনার মত সুশিক্ষিত ছিল না। অল্পেই তাহাদিগের আশ্চর্য্যবোধ ও ভয়াবির্ভাব হইত। যুবরাজের ঈদৃশ ত্বরিত প্রয়াণ দেখিয়া তাহারা বিলক্ষণ হীনসাহস হইল। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের অনুযোগ, হিন্দুস্থানের সুখাভিলাষ এবং রণকীর্ত্তিবাসনা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিল। স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় এক বার সংকুচিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মন বিকসিত হইল। পারসীকেরা এই রূপে সংগ্রামার্থ সুসজ্জ থাকিল।

কুমার বিচিত্রবীর্য্য প্রথমোদ্যমেই তাহাদিগকে বিধিমতে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া প্রদীপ্তমানস সৈন্যদিগকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিবার আশয়ে তাহাদিগকে এই রূপে প্রতিবোধিত করিলেন

"হে বন্ধুবর্গ!—এতক্ষণে আমরা আপনাদের স্বাধীনতা ও দাস্যের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছি! এতক্ষণে আমরা সেই বিষম শত্রুদিগের সম্মুখীন হইয়াছি, যাহারা আমাদিগের দেশ, স্বাতন্ত্র্য ও বংশ উচ্ছেদ করিতে

আসিয়াছে, যাহাদিগের মহাবাসনা, হিন্দুর সুতীক্ষ্ণ তরবারি, বায়ুবেগী তুরঙ্গ, সেনামর্দ্দক গজরাজ, ও কায়ভেদক আশুগমালা তুচ্ছ করিয়া এবং তাহার দুর্জয় স্বাতন্ত্র্য স্পৃহা, অনুপম মনস্বিতা ও অক্ষোভ্য হৃদয় অবগণনা করিয়া, ভারতবর্ষের সীমায় পদার্পণ করিতে সংকুচিত হয় নাই। এই যশোলাভের অত্যুপযুক্ত সময়ে আমি কি মনে করিব, যে তোমরা অর্জ্জুনের সজাতীয়ের উচিত পরাক্রম প্রকাশ করিবে না, ম্লেচ্ছের দুরন্ত জিগীষা শূন্যসাৎ করিতে পুরঃসর হইবে না, স্বদেশরক্ষায় আপন প্রাণ তৃণ জ্ঞান করিবে না, যবনের উৎপীড়ন। সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া অগ্নিপরীত হইবে না এবং ব্রহ্মাবর্ত্তে যবনের আধিপত্য হইবে ভাবিয়া অপমান বোধ করিবে না? কখনই নহে। ঐ দেখ বিকট বেশ বর্ব্বরেরা আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া পতাকারোপণ করিয়াছে, তাহারা আর কি এক পদও অগ্রসরণ করিতে সমর্থ হইবে? অদ্যই কুম্ভীপাকের(১২)অন্ধতমসাচ্ছন্ন বিবরসমূহ অযুত অযুত যবনপ্রেতের আবাস হইবে, অদ্যই তাহাদিগের উষ্ণীষমালা করাল কালের রুধিরাসবপানের চষক হইবে, অদ্যই বিতস্তার নির্ম্মল সলিল সিন্দূরময় হইয়া উত্তরকালে দুর্দান্ত জিগীষুদিগের বিভীষিকা ও অমর্ত্ত্য স্বাধীনতার জয়পতাকা হইবে, অদ্যই যাহারা এইমাত্র আমাদিগের মাতৃভূমির সরস উরঃস্থলে সমারোহণ করিবার দীর্ঘ আশা করিয়াছিল, তাহাদিগের কবন্ধরাশি দ্বারা

মৃত্তিকার সারবৃদ্ধি হইবে। আর কার সাধ্য যে আমাদিগের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করে! আর মহেন্দ্রও তাহাদিগের পক্ষ হইলে আমরা কণা মাত্র ভীত না হইয়া, দিলীপনন্দন রঘুর (১৩) ন্যায়, বজ্রাঘাতে জীবিত থাকিয়া বিস্ময়োৎপাদন করিব।”

তাঁহার বাণী এইরূপে সমাপ্ত হইল। সৈনিকদিগের উৎসাহসূচক কোলাহল দিগ্দিগন্ত পূরিত করিয়া পারসীকদিগের হৃদয়ে শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইল।

দুই সেনা অতিসমর্থ নেতৃবর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধের আশা করিয়া প্রস্তুত রহিল। দুই পক্ষের দ্বেষোদ্গারী, ক্রোধদৃষ্টিপাত বাণের ন্যায় পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। কোন দলই অপরের সম্মুখে নদী পার হইয়া যুদ্ধদানে সাহসী হইল না। বিতস্তা যেন ভাবী মহাসংহারে করুণাযুক্ত হইয়া আপনার তরঙ্গরূপ ভুজদ্বারা দুই অরিকে পৃথক্কৃত রাখিলেন। দিবাভাগ এই ভাবেই অবসিত হইল। যবনেরা আগামী প্রভাতে যুদ্ধারম্ভের অবশ্যম্ভাবিতা জানিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিল। তাহাদিগের মানস আশঙ্কা, আশা ও উৎসাহ এই তিন বৃত্তির রঙ্গস্থল হইল। নিদ্রা নয়নে অবকাশ পাইলেন না। তাহারা দুই তিন জন করিয়া সম্মিলিত হইয়া ভাবী সংগ্রামের কথা কহিতে লাগিল। পারসীকদিগের মহাসেনা অতিবিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া সন্নিবিষ্ট ছিল। এক প্রান্তে কোন ঘটনা ঘটিলে

অপরপ্রান্তস্থিতেরা শীঘ্র জানিতে পারিত না। এবম্বিধ শিবিরে এইরূপে তাহারা রাত্রি অতিপাত করিতেছিল।

নিশীথসময়ের স্তব্ধভাব জগৎকে ব্যাপিয়াছে, এইকালে উত্তরদিকে এক সূক্ষ্মধ্বনি কর্ণগোচর হইল। দূরস্থিত আপণের কোলাহল, অথবা ভ্রমর গুঞ্জিতের ন্যায়, এই নিনাদ পারসীকদিগের জাগরূক কর্ণে আঘাত করিল। সংশয়প্রবণ চিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তৎপরতা সহকারে সুসজ্জ হইতে বলিল। কিন্তু ইহার মধ্যেই সেই সূক্ষ্মধ্বনি কোলাহল হইয়া উঠিল। আবার দক্ষিণে "ম্লেচ্ছের বিনিপাত" এই বাক্য শত শত শস্ত্রপাণি হিন্দুর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া নির্ঘাতের ন্যায় পারসীকদিগকে মূর্চ্ছিতপ্রায় করিল। ক্ষণকাল পরেই অসংখ্য কৃপাণ সাঁসাঁরবে তাহাদিগের স্কন্ধে মহাতরঙ্গের ন্যায় আহত হইতে লাগিল। তখন তুরঙ্গসেনার খুরশব্দ ও গজরাজির বৃংহিত স্পষ্টরূপে শ্রুত হইতে লাগিল, তখন ম্লেচ্ছেরা বুঝিতে পারিল যে, আপনারা অতর্কিতরূপে হিন্দুসেনা কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া তাহার কোপাগ্নিতে আহুতি হইতে যাইতেছে।

বিচিত্রবীর্য্যের আদেশানুসারে এবং তাঁহার অধীনে হিন্দুরা এই কৌশলের অনুসারী হয়। তিনি, দেশ রক্ষা কিম্বা আত্ম সমর্পণ এই বিকল্পিত অধ্যবসায়ে অধিরূঢ় হইয়া এক অসংসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সমুদয়

সেনা দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশকে নদীদ্বয়ের প্রতিকূলদিকে, অপরাংশকে তাহার অনুকূলদিকে, প্রয়াণ করিতে আদেশ করেন। স্বয়ং শেষ ভাগের সৈনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি, প্রায় আর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে বিতস্তার পশ্চিম পারে উত্তীর্ণ হইয়া, অকস্মাৎ পারসীক সেনার দক্ষিণ পার্শ্ব সমাক্রম করিলেন। এদিকে উত্তরাভিমুখ সৈন্যদল তাঁহার ধীরবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত না হওয়াতে অপ্রকৃষ্ট স্থানে নদী পার হইল এবং অবিলম্বে পারস্যসেনা কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই নিমিত্ত উত্তর দিকে কোলাহলের প্রথম উদ্গম হয়।

এই কৌশল দ্বারা এক মহাব্যাপার সিদ্ধ হইল। যবনসেনা অসম্ভাবিত রূপে আস্কন্দিত হইয়া অতি বিস্মিত, সুতরাং অসমর্থ হইল। তাহাদিগের ব্যূহরচনা ছিল না, যুবরাজের অধীন দলবদ্ধ হিন্দুসেনা তাহাদিগকে সমন্তাৎ বিক্ষেপ করিয়া অনুতাড়না করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাশি রাশি পারসীক যোদ্ধা ভূমিশায়ী হইয়া স্বজাতীয়দিগের নৈরাশ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কোপপূর্ণ হিন্দুরা কদলীস্তম্বের ন্যায় ম্লেচ্ছচ্ছেদ করিতে লাগিল। যবন সেনার উত্তর পার্শ্বে ঘোর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। তথাকার পারসীকেরা তত চকিত হয় নাই; তাহারা ত্বরায় বলবিন্যাস করিয়া হিন্দুদিগের সম্মুখে অভেদ্য ও অবিলোড়নীয় ব্যূহ প্রদর্শন করিল।

দুই দল হইতে পঙ্গপালের ন্যায় বাণ নির্গত হইয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। অন্ধকারে লক্ষ্য নিশ্চয় ছিল না, যে যে দিকে পারিল, শর প্রয়োগ করিল। দুই পক্ষই ক্রমে ক্রমে পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং অনিবার্য্য যুযুৎসা দ্বারা নোদিত হইয়া কৃপাণ ধারণ করিল। যোদ্ধৃগণের সিংহনাদ, আর্ত্তগণের অভিশাপন, মর্দ্দিতগণের বেদনাহুঙ্কার এবং রুধিরপিচ্ছিল ভূমিতে চরণপাতধ্বনি এই সমুদয় সংসক্ত হইয়া, অতি ভীষণ বীরহর্ষপ্রদ এক শব্দের সৃষ্টি করিল। সর্ব্বাঙ্গলিপ্ত অন্ধকার বিশ্ব আচ্ছন্ন করিয়াছিল, শত্রু মিত্রের ভেদজ্ঞান রহিল না। ভোগীর ন্যায় কুপিত নিশিত কৃপাণের সম্মুখে যে পড়িল, তাহারই গাত্র, শূলাকৃত মৃগমাংসের, ন্যায় বিদীর্ণ হইল, অজস্রধারে জীবনের প্রধান উপাদান লোহিতবারি হল্ হল করিয়া নির্গত হইল এবং পলায়মান আয়ুর ভয়হুঙ্কার কণ্ঠ হইতে বহির্ভূত হইল। যোধেরা নির্জীব দেহরাশিকে চরণ দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল। হয় ত সেই স্তূপের ভিতর, কতবার সপ্রেমে উপরব্ধ প্রিয়তম বন্ধুর দেহ আছে, হয় ত অভ্যুদয়শালী মহাবীর তনয়ের কবন্ধ গুপ্ত রহিয়াছে এবং অজস্রচ্যুত তাহার বদনকমল রূঢ় চরণাঘাত দ্বারা অনাদৃত হইতেছে ইত্যাদি ভাবনা যোদ্ধার থাকে না, কেবল লেখক ও পাঠকের মনে আবির্ভূত হইয়া হৃদয় ও নয়ন আর্দ্র করে। বীরব্রতের এমনই পারুষ্য! যোধের এমনই

কঠোরতা! স্বাধীনতাভিলাষ এমনই প্রবল ও সর্ব্বশিরোবর্ত্তী! উত্তর ভাগে এই রূপে সমরের প্রসার হইতে লাগিল। জয়শ্রী এখনও সন্দিগ্ধ থাকিলেন। এতকাল পর্য্যন্ত হিন্দুরা ম্লেচ্ছের এতাদৃশ বিক্রম দেখে নাই, মরুভূমিচারী কষ্টসহ পার্ব্বতীয় পারসীকেরাও বহুদিন এরূপ অরির পুরোবর্ত্তী হয় নাই। কিন্তু দক্ষিণভাগে বিচিত্রবীর্য্য, গরুড় যেমন নাগদিগকে, বায়ু যেমন তূলরাশিকে, ব্যাঘ্র যেমন মেষযূথকে, যবন সমূহকে অপসারণা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সাহসও ছিল, পরাক্রমও ছিল, অভিমানও ছিল, প্রতাপও ছিল; তথাপি এই আকস্মিক প্রতাড়না দ্বারা মহাশঙ্কিত হইয়া তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধের ন্যায় বিহস্ত হইয়া গেল এবং পরিশেষে পলায়নমাত্র পরায়ণ দেখিয়া কান্দিশীকতা (১৪) অবলম্বন করিল। যে দিকে পথ পাইল, তাহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক ভদভিমুখেই গমন করিল।

যুবরাজ এই রূপে অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমে উত্তরভাগের যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। অন্ধকার ও মহাকোলাহল বশতঃ এই স্থানের রণোন্মত্ত পারসীকেরা "কে আসিতেছে" লক্ষ্য করে নাই। ইহা দ্বারা কুমারের আরও সুবিধা হইল। তিনি এস্থলেও অতর্কিতরূপে পারসীকদিগকে আক্রমণ করিতে পাইয়া তাহাদিগের ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষ অতুল রয়ের সহিত ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যবনসেনা এই

রূপে এককালে দ্বিধা ব্যাপৃত হইয়া দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত হইল। সিংহপরাক্রম পারসীকেরা এখন সমুদয় বিনষ্ট ভাবিয়া নৈরাশ্যের বলে সমধিক বলবান্ হইল। তাহারা প্রাণে নির্ম্মম হইয়া হিন্দুধ্বংসে একাগ্র হইল। কিন্তু অগ্নির মুখে শলভের ন্যায়, হিন্দুসেনার অপ্রতিহত তরবারি ধারায় সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া শতখণ্ডে নিকৃত্ত হইল। একজনও রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিল না। ম্লেচ্ছদিগের যুযুৎসানল কিছুতেই নির্ব্বাণ না হইয়া পরিশেষে প্রাণের সহিত বহির্গত হইল। অযুত অযুত পারসীকমুণ্ড রণভূমি আচ্ছন্ন করিল, তাহাদিগের রুধির স্রোত বাহিয়া যাইতে লাগিল। এই রূপে যুধ্যমান সমুদায় পারস্যসেনা নিঃশেষ হইল। যাহারা দক্ষিণভাগ হইতে পলাতক হইয়াছিল, কেবল তাহারাই সেনার ভগ্নশেষস্বরূপ বর্ত্তমান রহিল। উত্তর ভাগের রণে যত যোদ্ধা নিরত ছিল, তাহাদের একজনও প্রাণের সহিত প্রত্যাগমন করে নাই।

এই মহাসংগ্রাম নিশীথ অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত অবিশ্রামে চলিয়াছিল। হিন্দুদিগের আহ্লাদধ্বনির সহিত পূর্ব্বদিকে আলোকোদয় হইল। তাহারা এতক্ষণে রণক্ষেত্রের ভীষণতা দেখিতে পাইল। এক রাত্রির মধ্যে যে কি কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা এক্ষণে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। চারিদিকে নিকৃত্ত হস্তপাদ রক্তপ্রবাহে নীত হইতেছে, নিহতদিগের অধরদংশী লোহিত-

লোচন মুখ হইতে এখনও কোপহুঙ্কার শুনা যাইতেছে, প্রত্যঙ্গচ্ছিন্ন কবন্ধেরা হস্তপদের সঞ্চালন করিয়া বিভীষিকার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে, কোথাও আহতেরা বুভুক্ষু শৃগাল কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, এক স্থানে তৃষ্ণার্ত্ত বৃকেরা উষ্ণীষসঞ্চিত রুধির পানে ব্যগ্র রহিয়াছে। ক্রমে যত আলোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ভয়ানক দৃষ্টি প্রকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুদিগের বিজয়াহ্লাদ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহারা প্রথমবারেই এত সামর্থ্যের সহিত শত্রুদমন করিল, পারস্যরাজের দূরারোহিণী জিগীষার অন্তরায় হইল এবং যবনদিগের ভারতবর্ষ অধিকারের মহাবাসনা অগাধ সলিলে নিমগ্ন করিয়া দিল, ইহা অপেক্ষা চরিতার্থতা আর কি আছে? তাহাদিগের কত বান্ধব আপনাদিগকে স্বাধীনতার উপহার দিয়াছে ইহাতে তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হয় নাই। এই বিজয়ের প্রধান হেতু যুবরাজ তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার নিকট অপরিচিত রহিলেন না। তাঁহার অনুপম লোকরঞ্জনতা অসীম হইয়া উঠিল। যোধসমাজে তাঁহার প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার কীর্ত্তি কৈলাসশিখরে আরোহণ করিল। তাঁহার নাম পৃথিবীর ন্যায় গুরুতা লাভ করিল। বীরগণনার সময় তাঁহার অন্বর্থ নাম (১৫) যে সর্ব্বপ্রথম

উল্লিখিত হইবে, এই যুদ্ধ দ্বারাই তাহার পথ করা হইল

প্রথম সংগ্রাম এই রূপে অবসিত হইল। পারসীকদিগের এবম্বিধ বিপত্তিযুক্ত পরাজয় তাহাদিগের বর্দ্ধমান প্রভাবের গুরুতর দমন স্বরূপ হইল। তাহারা অন্ততঃ বুঝিতে পারিল, যে স্বাধীনতার বিধ্বংসক ও তাহার রক্ষকদিগের আগ্রহের কত বৈলক্ষণ্য, তাহারা জানিতে পারিল যে, জিঘাংসু অপেক্ষা জিঘাংসিতের আয়াস, উদ্বেগ এবং তদনুসারে সাহসও কত অধিক হইয়া থাকে। পারসীকেরা চিরকাল ভারতবর্ষীয় মহারাজদিগের বিশ্ববিজয়ী শস্ত্রপ্রতা প উৎপীড়িত ছিল। অত্যল্পকাল স্বাতন্ত্র্যের উদ্ধার করিয়া তাহারা মহাসৌভাগ্যের সহিত সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিতেছিল। তাহাদিগের বিসারী বাণিজ্য দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যদি অপূরণীয় দুর্ব্বাসনার আপাতমধুর মন্ত্রণাতে শ্রবণপাত না করিত, যদি তাহারা ভাবী শত্রুর বল, প্রতাপ, সাধন ও শক্তি আপনাদিগের সহিত তুলিত করিত, যদি বিবেচনা করিত যে, যত কেন ভোগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ শ্রমবিমুখ ও স্ত্রৈণ হউক না, হিন্দুরা অদ্যাপি আপনাদিগের মনস্বিতা, ওজস্বিতা ও ধর্ম্মানুরাগকে একেবারে হৃদয় হইতে নিরাকরণ করে নাই, তাহা হইলে কখনই পারসীকেরা বিনা সন্ধিভঙ্গে, বিনা দোষে, হিন্দুদিগের

সিতার একবার স্বাদগ্রহণ করিল। ঝর্ঝরশব্দে প্রবহমাণা গিরিনদীর তীরে প্রত্যগ্রবিকসিত পুষ্প দেখিয়া তাহাদিগের চক্ষু চরিতার্থ হইল। তথাকার মালক্ষেত্রে সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে কম্পিত বিবিধ শস্যমণ্ডল দর্শন করিয়া যোদ্ধাদিগের, হিমালয় গর্ভে অধিষ্ঠিত কাশ্মীর দেশ স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। চিরতুষারসংচ্ছন্ন শৈলশিখর সূর্য্যের রশ্মিজালে ছুরিত হইয়া প্রিয়দর্শন ইন্দ্রায়ুধ দেখাইতে লাগিল। শ্বেত প্রস্তরের বৃহত্তর গণ্ডশৈল সমূহ সৈন্যদিগের যশোরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বীর্য্যশালী, সাহসিক ও আতিথেয় গান্ধারেরা হিন্দুদিগের প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হয় নাই। তাহারা পারস্যরাজের লৌহকঠোর উৎপীড়নায় সাতিশয় অপরক্ত ছিল; তাঁহার নখর হইতে মুক্ত হইয়া হিন্দুদিগকে উদ্ধারদাতা বলিয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

যুবরাজ অসংদিগ্ধ চিত্তে গান্ধার হইতে নিজ পারস্যে প্রবেশ করিবার আশয়ে সৈন্যদিগকে আরাম প্রদান করিতেছিলেন, এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বার্ত্তাহারকেরা তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের হস্তে কুনার এই লেখ্য পাইলেন।

"আয়ুষ্মন্! ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইল, হিন্দুধর্ম্মের অবলোপ হইল! এক্ষণে নিবিড় অরণ্য, দুর্গম পর্ব্বতশিখর ও দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরই স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী মনস্বী-

বর্গের আশ্রয় স্থান হইবে। এক্ষণে তাঁহারা ব্যাঘ্রের সহচর হইবেন, বানরের স্বদেশী হইবেন, এবং নিরপরাধ মৃগকুলের বিষম শত্রু হইবেন” (১৮)।

এই পত্র রাজা জনমেজয়ের অমাত্যেরা লিখিয়াছিলেন। যুবরাজ ইহার অর্থবোধ করিয়া যাদৃশ বিষণ্ণ হইলেন, ইহার অস্ফুটতা তাঁহাকে সেইরূপই উদ্বিগ্ন করিল; তিনি এই মাত্র অনুমান করিলেন, যে পয়োরাশির ন্যায় যবনরাশি ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন করিয়াছে, হিন্দুর স্বাধীনতা অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়াছে।

এই অনুমানেই তিনি কোন পথ অবলম্বন করিবেন? তাহা নির্দ্ধারিত হইল; অবিলম্বে শিবিরভঙ্গ পূর্ব্বক তিনি বায়ুবেগে সসৈন্যে পারস্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, যেরূপ যবনেরা ভারতবর্ষকে, তেমন তিনিও পারস্যকে আপনার অধীন সেনা দ্বারা হস্তগত করিবেন। যদি হিন্দুর মাতৃভূমি এরূপে অবমানিত হইল, তবে কি সন্তানেরা অক্ষুব্ধচিত্তে তাহা সহ্য করিবে, ম্লেচ্ছের উৎপীড়নকে, বলীবর্দ্দ যেমন যুগকে, স্কন্ধে বহন করিবে? তাহাদিগের কিছু উপায় নাই! শরীরে শিরা নাই! মনে অগ্নি নাই! এইরূপ ভাবনায় কুমারের মন বিলোড়িত হইয়া উঠিল। আপনার জননী অরি কর্ত্তৃক কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রতাড়িত হইতেছেন, স্নেহবর্ষিণী দৃষ্টি করুণভাবে সন্তানের প্রতি প্রক্ষেপ করিতেছেন, অথবা প্রাণ-

সম ভ্রাতা দুর্দান্ত কঠোরচিত্ত প্রভুর বৃথাভিমানের উপহারভূত হইতেছে, পশু অপেক্ষা সমধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, নির্দ্দয় কশাঘাত সহ্য করিতেছে, গুরুশৃঙ্খলা দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া দুঃখের শেষ সীমা প্রদর্শন করিতেছে, যদি কেহ এরূপ দর্শন করে, তবে তাহার মনে যেরূপ চিন্তা উপস্থিত হয়, যেপ্রকার সংক্ষোভ হয়, সেই চিন্তা ও সংক্ষোভ জ্ঞাত থাকিলে যুবরাজের মানসিক তুমুল যুদ্ধের কিছু অনুভাবনা করা যায়।

তিনি সাহসপূর্ণ পারস্যাক্রমণের আশয় সিদ্ধ ও বৈরনির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের আয়াস, কৌশল ও প্রভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার অধীন সাধন নিতান্ত হেয় নহে। তাঁহার সেনা এতদিন যেরূপ সুসিদ্ধি লাভ করিতেছিল, তদ্দ্বারা তাহাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় অভ্রংলিহ হইয়াছিল। যে শক্তি শারীরিক বলের কতবার পরাজয় করিয়াছে, যে শক্তি দ্বারা লোকের অবস্থার এক এক মহোপপ্লব হইয়া যাইতেছে, যাহার সামর্থ্যে হীনবল ও ক্ষীণজীবেরা একপ্রভুতা লাভ করে, সেই মানসিক শক্তি (১৯) তাঁহার সেনার সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। এই শক্তির সম্মুখে শারীরিক পরাক্রম কতবার ভস্মসাৎ হইয়াছে, এই বিশ্রম্ভই এক্ষণে কুমারের অবষ্টম্ভ স্বরূপ হইল। ইহারই হস্তালম্বন পাইয়া তাঁহার হৃদয় স্বদেশের ভাবী দুঃখ চিন্তা করিয়াও শতধা বিদীর্ণ হয় নাই।

এই ব্যবসায়ের উদ্যোগ সময়ে অকস্মাৎ পশ্চিম-দিক্ ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। যবনেরা আগ্নেয়পর্ব্বতের গলিত ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় আসিয়া গান্ধারদেশের প্রান্ত-সন্নিবিষ্ট হিন্দুসেনাকে মহাক্রোধে আক্রমণ করিল। একেবারে তাহাদিগের ক্ষেপণীয়াস্ত্র দ্বারা নভস্তল ছন্ন হইল, ভয়ঙ্কর সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল পূরিত হইল। তাহাদিগের দশগুণ পরিমাণ সেনা, জালের ন্যায় হিন্দুবীরবর্গকে বেষ্টন করিল। কুমার বিচিত্রবীর্য্য সিংহের ন্যায় যুদ্ধ ও সেনা-রক্ষার উপায় প্রয়োগ করিলেন। বর্ব্বরদিগের নিশিত শস্ত্র দ্বারা অনন্ত মুণ্ড দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া হিন্দুসেনার সংখ্যা ও আশা হ্রাস করিতে লাগিল। তাহাদিগের যাতনা-জনিত চীৎকার ও উৎসাহ যুগপৎ বহির্গত হইল, দেহ-রুধির ও তেজ একেবারে নির্গত হইল। বিচিত্রবীর্য্য এই স্থানেই আপনার ও স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যের সমাধি-স্থান বুঝিলেন। বিতস্তাতীরে যবনদিগের ন্যায়, এই স্থানে হিন্দুদিগের দশার ভয়ঙ্করতা লক্ষিত হইল। বিচিত্রবীর্য্য প্রাণ থাকিতে চেষ্টা শিথিল করিতে সম্মত হইলেন না। ম্লেচ্ছেরা, একেবারে শত্রুর অপ্রতিবিধেয় ভঙ্গ করিয়া দিলাম এই আশাকে হৃদয়ে স্থানদান করিতেছে এবং রণরঙ্গের কিছু শৈথিল্য করিতেছে, এই অবসরে, তিনি অবশিষ্ট সৈন্যভাগের সহকারে পারসীক-দিগের চক্রাকার ব্যূহের এক পক্ষ ভেদ করিয়া বহির্গত হইবার সংকল্প করিলেন। এই প্রয়াস সফল হইল।

হিন্দু সৈনিকেরা নৈরাশ্যের বলে দ্বিগুণ বলী হইয়া পারসীক সেনার মণ্ডলাকার ব্যূহের এক পক্ষ বেগে আক্রমণ করিলে, উহা পৃথক্ হইয়া গেল। তিনি সেই অন্তর পাইয়া তৎক্ষণাৎ স্বদেশাভিমুখে সসৈন্যে ধাবমান হইলেন। বায়ুবেগী তুরঙ্গমে অধিরূঢ় তদীয় অনুচরেরা ম্লেচ্ছদিগের অনুসরণ বিফল করিয়া অবিশ্রান্ত ধাবন পূর্ব্বক কয়েক দিনের মধ্যেই সিন্ধুর পশ্চিমতটে উপস্থিত হইল।

এই স্থানে আসিয়া কুমার বিচিত্রবীর্য্য ভারতবর্ষের দশার বার্ত্তা পাইলেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পোতারূঢ় পারস্যসেনা কুমারিকা অন্তরীপ (২০) বেষ্টন পূর্ব্বক প্রাচ্য সাগরের (২১) তরঙ্গে জাহাজ বাহিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হয়। গঙ্গার শত মুখের তীরবাসী খর্ব্বকায় বঙ্গদিগের মানস স্বদেশের ভূমির ন্যায় হিমার্দ্র ও নিস্তেজ। তাহাদিগের আন্তরিক তেজের স্ফুলিঙ্গ, দেশের সজলতা দ্বারা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া থাকে। এই তেজের ইন্ধন নাই, ইহার উদ্দীপন কিছুতেই হয় না। যত পাদাঘাত কর, যত ঘট্টন কর, ইহার উষ্ণতা কখন অনুভূত হয় না। যবনেরা এই জানিয়াই বঙ্গদেশ প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদিগের ভয়ানক আকার দেখিয়া হীনবল, কৃষিজীবী, দিবাস্বাপী (২২) বঙ্গদিগের হৃৎকম্প হইয়া উঠিল। বঙ্গভূমি, আপন পতির হস্ত ছাড়িয়া বিজাতীয় স্বামীর অধীন হইতে

কিছু মাত্র লজ্জা বোধ না করিয়া কুলটাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইবার যোগ্য হইলেন। অধিবাসীরা লাঙ্গল-বহনে সুপটু ছিল, পারতন্ত্র্য বহন করিতে তাহাদিগের কষ্ট বোধ হইল না। নিরুপায় কৃষাণ আপনিও, ভিন্ন দেশীয়দিগের বলীবর্দ্দ হইল। লোকেরা ম্লেচ্ছের সমাগম শুনিয়াই কলত্র পুত্রের ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইল। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ফলশালিনী ভূমি শস্ত্রের উত্তোলন ব্যতিরেকে পরহস্তগত হইল। যবনেরা ক্ষমাঘোষণা করিলে, তৎক্ষণাৎ পলাতকেরা গুপ্তস্থান হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া স্মিতমুখে (২৩) নব প্রভুর পাদলেহনে প্রবৃত্ত হইল।

পারসীকেরা এই বর্ব্বর ভূমিতে দৃঢ়রূপে অধিষ্ঠান লাভ করিয়া পশ্চিমোত্তরবাসী স্বাধীনতার সন্তানদিগের গলে শৃঙ্খলা আরোপণ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহারা বঙ্গভূমির নিকট লব্ধ রাজস্ব তাহার ভগিনীদিগের সর্ব্বনাশে উপযোগ করিতে লজ্জা বোধ করিল না। তথাপি চিরস্বতন্ত্র পরাক্রান্ত মাগধেরা এবং দীর্ঘকায় বীর্য্যবান উত্তর কোশলেরা (২৪) অল্পে বশীভূত হয় নাই। বৃষ্টির ন্যায় ম্লেচ্ছরুধিরের ব্যয় হইল, গ্রাম, নগর, জনপদ পর্য্যন্ত উচ্ছেদিত হইল, সুসমৃদ্ধ ফলশালী প্রদেশ সমূহ মরুস্থলের ভাব প্রাপ্ত হইল; দুর্দশার ক্রীড়নক স্বরূপ নিরুপায় জীববর্গের বিলাপধ্বনি, স্বর্গের দৃঢ়রুদ্ধ কবাট পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া দেবতাদিগের কর্ণে প্রতিধ্বনিত

হইল; তথাপি রণপরিচিত, পারতন্ত্র্যাসহিষ্ণু হিন্দুরা পারসীকদিগের অধীনতা স্বীকার করিল না। তাহারা হিমালয়ের শরীরভেদক শীতবায়ুকে সুখকর বোধ করিল, তাহারা ব্যাঘ্রের পদচিহ্নে পদার্পণ করিতে চমকিত হইল না, তাহারা ভল্লুকের সহিত এক শাখাতে উপবিষ্ট হইয়া ফল ভক্ষণ করা, ম্লেচ্ছের মুখপ্রেক্ষণ দ্বারা লব্ধ আহার অপেক্ষা সুস্বাদু বোধ করিল, তাহারা পর্ব্বতের দুরারোহ সানুদেশে ধূলিধূসরিতশরীরে ভ্রমণ করা, ম্লেচ্ছস্পর্শকলুষিত নগরমার্গে পরিক্রম অপেক্ষা গৌরবান্বিত মনে করিল। দুরাত্মা জনসংহারক পারসীকদিগের নিমিত্ত কেবল জনশূন্য নগর ও শস্যশূন্য মাঠ রহিল। তাহাদিগের ক্রূর রণযাত্রা ঐ স্থানেই নিবৃত্ত হয় নাই। পারস্য যেন, আপনার মরুস্থিত সিকতা রাশিকে মানুষ করিয়া পাঠাইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহারা ক্রমে হস্তিনাপুরীর (২৫)পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে বিসৃত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ মহারাজের জরা, আন্তরিক যৌবনের কিছু হানি করে নাই। তিনি অতুলিত আগ্রহের সহিত এই আস্কন্দনের প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পলিতকেশে বলিতগাত্রে সেনা চালনা ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, এক অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদয় আয়াস বিফল হইল। কঠোরপ্রাণ যবনেরা ভারতবর্ষের উরস্থলে দাঁড়াইয়া তদীয় সেনা পরাস্ত করিল। রাজা জনমেজয়

ম্লেচ্ছযুদ্ধে ভুবনশ্লাঘ্য বীরগতি লাভ করিলেন। তাঁহার অমর্ত্ত্য নাম, স্বাধীনতার উপহারীভূত মহাত্মাদিগের নামাবলীর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল। তাঁহার অমাত্যেরা হতোৎসাহ হইয়া, ভবিতব্যতার প্রাবল্য অঙ্গীকার করিতে করিতে, হিমালয়ের দুর্গম জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই স্থান হইতেই গান্ধারদেশে অবস্থিত যুবরাজকে পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্র দ্বারা আগত বিপদের ইঙ্গিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য আপনার ভগ্ন সেনার সহিত সিন্ধুতটে উপস্থিত হইয়া এই বজ্রপাতসদৃশ বৃত্তান্ত নির্ণীর্ণ করিলেন। তাঁহার চিত্ত, পাষাণের ন্যায় অক্ষোভ্য, কখন চাঞ্চল্যের ভাজন হয় নাই বটে, কিন্তু এই বিপদাপাতে মূল পর্য্যন্ত সংকুচিতহইল। তাঁহার ওজস্বী ও ছদ্রতানিধান মানস কত মহার্ঘ্য মনোরথ সঞ্চয় করিয়াছিল, লোকোপকারের কত সুসংকল্প স্থির করিয়াছিল, স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হইলে দয়া ধর্ম্মের কত নিদর্শন দেখাইবার বাঞ্ছা করিয়াছিল, কত মহাবাসনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিল, এক্ষণে সে সমুদয় অন্ধকারময়, সাগরমগ্ন ও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাঁহার মনোরথ পর্ব্বত শিখর হইতে বিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার জগদ্বিসারী কীর্ত্তিমণ্ডল একেবারে অস্তগত হইবার উপক্রম হইল, তাঁহার অভ্যুদয়ের মুকুলোদ্গমই প্রচণ্ড মরুবায়ু দ্বারা শোষিত হইল। এই সকল ভাবনা, তাঁহার সদৃশ যুবকজনের হৃদয়কে

সমূলে সমুৎপাটন করিতে পারে। কিন্তু তিনি বয়সে যুবক হইলেও চিত্তের ঔদার্য্য দ্বারা আপনার বয়ঃক্রমকে অতিক্রম (২৬) করিয়াছিলেন। যথার্থ বটে, তাঁহার মুখে অদ্যাপি শ্মশ্রুরাজি সম্যক উদ্ভিন্ন হয় নাই, অদ্যাপি কর্ণমূলে জরার অঙ্গুলি চিহ্নের (২৭) আবির্ভাব হয় নাই, অদ্যাপি ঐহিক দুশ্চিন্তা তাঁহার তারুণ্যপূর্ণ কপোলযুগলকে ম্লান করে নাই, তথাপি তিনি ইহার মধ্যেই যুবজনসাধারণ সংক্ষোভের অগম্য হইয়াছিলেন। তথাপি বিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার বার্দ্ধক্য হইয়াছিল। তাঁহার উন্নত ললাটপট্টে সেই বার্দ্ধক্যের চিহ্ন স্পষ্ট প্রভাসিত ছিল। সেই ললাট হইতে, বিষম বিপত্তির সময় কত উপায় আবির্ভূত হইয়া, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পদাঙ্ক স্বরূপ দুটী একটি রেখা রাখিয়া গিয়াছে, সেই বিশাল ললাট দেশীয় লোকের প্রতি মমতা বুদ্ধিতে কত বিশাল ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, সেই ললাট অতিসামান্য পরীক্ষকের দৃষ্টি হইতেও জরাদুর্লভ অভিজ্ঞতার লক্ষণ গোপন করিয়া রাখে নাই এবং সেই ললাট, স্বদেশে যবনোপদ্রবের ভীষণতা ভাবিয়া, এক্ষণে মৌক্তিকসম স্বেদবিন্দুতে দন্তুর হইয়া আন্তরিক তীব্র বেদনার দর্পণ স্বরূপ হইল। এই দুরন্ত সময়ে বিচিত্রবীর্য্যের কি আপনার ক্ষতির নিমিত্ত দুঃখ হইয়াছিল? তিনি স্বদেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাঁহার

রাজ্যভ্রংশ নিবন্ধন দুঃখ উঁহার শতাংশের এক অংশও হইত না। দেশের লোক পরতন্ত্র হইবে, কঠিনচিত্ত ম্লেচ্ছের কশাঘাত ও পদাঘাত সহ্য করিবে তাহার দাসত্ব করিতে ব্যাপৃত থাকিয়া আপন পরিবারকে অনাহারে ম্রিয়মাণ দেখিবে,সন্তানকে আপন দাসত্বের উত্তরাধিকারী মনে করিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিবে,পত্নীর দুর্দশা দেখিয়া বিদীর্ণহৃদয় হইবে, উপোষ থাকিয়া দেখিবে যে,আপন পরিশ্রমের ফল অন্যে উপভোগ করিতেছে,যাহাদিগকে দর্শন করা অপবিত্রতাজনক বোধ করিত, তাহাদিগের নিকট দণ্ডবৎ প্রণিপতিত হইয়া বিনয় দেখাইবে, আপনার তেজ ও অভিমানের নির্বাসন দর্শন করিবে ইত্যাদি ভাবনা বিচিত্রবীর্য্যের অন্তরাত্মাকে অনলের ন্যায় দহন, সর্পের ন্যায় দংশন ও অঙ্গারশল্যের ন্যায় বেধন করিতে লাগিল। তাঁহার ভাবনাপ্রবণ মন স্বদেশীয়দিগের ভাবী দুর্দশার এরূপ সুস্পষ্ট এক প্রতিকৃতি রচনা করিল যে, তাহা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন না করিলে অনুভাবনা করা যায় না। যদি আমেরিকার চিরদাস (২৮) দিগের দুর্দশা বর্ণন পাঠ করিয়া থাক, যদি স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে পিতা, ভ্রাতা বা পুত্রের দুর্বিষহ যাতনা ও হৃৎকম্পক আর্ত্তরব দেখিয়া ও শুনিয়া থাক, যদি পরমপ্রেমাস্পদ বান্ধবের গাত্র হিংস্র শার্দ্দূলের নখর দ্বারা শত খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইতেছে, স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি

বুঝিতে পারিবে যে, দেশানুরাগী ব্যক্তি স্বদেশকে পরকীয় উৎপীড়নায় সমর্পিত দেখিলে কি বেদনা ভোগ করে।

বিচিত্রবীর্য্যের মানস প্রাকৃত জনের ন্যায় চাঞ্চল্যযুক্ত ছিল না সত্য বটে, কিন্তু মহীয়সী বিপত্তির মহত্ত্ব বুঝিতে তাঁহারই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। স্বজাতীয়ের স্বাতন্ত্র্যধ্বংস যে কি ভয়ানক এবং তাহাই যে দুর্দশার একশেষ, ইহা তাঁহার সদৃশ মহানুভবেরাই সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ। যদি পৃথগ্‌জনেরা সেরূপ বুঝিতে পারিত, যদি তাহাদিগের চিত্ত স্বাধীনতার উদ্ধারার্থে সেরূপ প্রনর্ত্তিত হইত, যদি তাহারাও অনায়াসে পারতন্ত্র্যের অনুচর স্বরূপ বীথিকা সমুদায়কে সেরূপ দেখিতে পাইত তাহা হইলে কি জগতে উৎপীড়নার এতাদৃশ সাম্রাজ্য থাকিত; তাহা হইলে কি উৎপীড়কেরা এরূপ দৃঢ় পদ লাভ করিত, তাহা হইলে কি প্রাকৃত লোকেরা এমন মত্ত ও বিবেকশূন্য হইয়া আপনাদের গলোপরি শৃঙ্খলারোপকদিগের জয় জয় কার করিতে করিতে অনুগামী হইত ; তাহারা এরূপ ভ্রান্ত ও মত্ত, যে সংহারকের যন্ত্র স্বরূপ, সাধন স্বরূপ, হইয়া আপনাদিগকে সংহার করে। এই সকল মহাদুর্দ্দশা বুঝিতে মহাজনেরাই সমর্থ। তাঁহারাই মনুষ্যের হতবুদ্ধি ও উন্মাদ দেখিয়া বিজনে অশ্রুপাত করেন, অন্তশ্চিন্তায় জর্জর হয়েন, মানুষের সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন, লোকের

নির্ব্বিবেকতায় ঘৃণা করিতে থাকেন এবং পরিশেষে আপনাদিগের দয়া ও বিবেকের উপহার আপনারাই হইয়া দেশকে অধোগতির উন্মুখ ভাবিতে ভাবিতে বিলীন হয়েন এবং পৃথিবীর পুণ্যভার লঘু করিয়া যান।

কিন্তু বিচিত্রবীর্য্য তখনই দুঃখভরে একেবারে নিমগ্ন হইলেন না। তাঁহার নিমিত্ত যশোমন্দিরে এক পরমস্মরণী মালা রক্ষিত ছিল। একেবারে দেশকে যবন হুতাশনে সমর্পণ করিয়া যাইতে তিনি অসমর্থ হইলেন। তিনি নিশ্চয় করিলেন, যে আর একবার প্রয়াস করিব, তাহা হইলেই হিন্দুর উন্নতি বা অধোগতি নির্দ্ধারিত হইবে।

কিন্তু তাঁহার সাধন কোথায়? তাঁহার মন যেরূপ দৃঢ়, উদ্যোগী ও অধ্যবসায়শালী, উহার অনুরূপ স্থিরকর্ম্মা, উৎসাহিত ও তৃণীকৃতপ্রাণ অনুচরেরা তাঁহার সহায়তা না করিলে তিনি কি একাকীই, পরশুরাম যেরূপ কুঠারধারা দ্বারা, কৃপাণাগ্র দ্বারা দিগ্‌-দিগন্তব্যাপী ম্লেচ্ছকুলকে সংহার করিবেন? ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। তিনি যাহা দিতে পারিতেন, তাহা দান করুন ইহা অন্যের বলিয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল না। আয়াস, কৌশল, অধ্যবসায় ও আয়ু, তিনি চির কাল যেমন, এইকালেও সেইরূপ ব্যগ্রচিত্তে অন্যের অনোদিত হইয়া সমর্পণ করিতে সমুদ্যত ছিলেন।

উদ্যোগীর সকল যায়, আশা কখনও যায় না। বিচিত্র বীর্য্য মনে করিলেন যে, যে হিন্দুরা অত্যাল্পকাল হইল পৌরব কুলের সৌরাজ্য সম্ভোগ করিতেছিল, তাহারা কি এত শীঘ্রই রাজভক্তি, অভিমান ও স্বাধীনতাকে এরূপ বিস্মৃত হইবে যে অসঙ্কোচে যবনের অধীনতাতে গল সমর্পণ করিবে? তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা দেখাইলে সহকারিতা করিবে না? তাহাদিগের নিমিত্ত যে জীবিত দানে উদ্যুক্ত হইয়াছে, তাহার সমাহ্বানে বধির হইয়া থাকিবে, তাহার যাতনায় অন্ধ হইবে এবং তাহার প্রয়াসের ব্যর্থতা দেখিয়া কিছুই করিবে না, জড়তারই অবলম্বন করিবে? হিন্দুদিগের আন্তরিক তেজ কি এত শীঘ্রই নির্ব্বাণ হইবে? তাহাদিগের আকাশস্পর্শী অভিমান কি এত অল্পকালের মধ্যেই মৃত্তিকাসাৎ হইবে? বিচিত্র-বীর্য্য মনে এই সকল কল্পনা করিতে লাগিলেন এবং নির্দ্ধারণ করিলেন যে, যদি তিনি পথ প্রদর্শন করেন, যদি তিনি একবার স্বাধীনতার পতাকা দেশীয় লোকের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন, যদি তিনি আপনার দেশানুরাগ ও সমুৎসাহের একটীও চিহ্ন দেখান, তাহা হইলে কখনই চিরস্বতন্ত্র ভারতবর্ষ-সন্তানেরা স্থির থাকিতে পারিবে না। সমুদ্র কখনও কি চন্দ্র দর্শনে আপন উচ্ছলন নিবারণ করিতে পারে? না বাড়বানল ঘৃতকণা পাইলে চতুঃসাগরের জলের

অবশেষ রাখে? হিন্দুরা নিঃসন্দেহ অনির্ব্বাণ (২৯) দন্তীর ন্যায় যবনদিগের নবোদ্গত প্রভাবে অপরক্ত আছে, যদি একবার চন্দ্রবংশের কোন অঙ্কুরকে পুনর্ব্বার স্বাতন্ত্রের তূর্য্য, দেশের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত, বাজাইতে দেখে, তবে কি তাহাদের রাজভক্তি স্থির হইয়া থাকিবে? তাহাদিগের শ্রবণ চিরপরিচিত শব্দ শ্রবণে কি উত্তান হইবে না এবং হৃদয়কে উ-ত্তান করিবে না?

এই ভাবিয়া বিচিত্রবীর্য্য পুনরুদ্যম করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার অবশিষ্ট অনুযায়ীরা, মেষযূথের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। তিনি তাহা-দিগকে, ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে লোকদিগের উত্তেজন নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা স্বাধীনতার দূত স্বরূপ হইয়া ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবরাজও স্বয়ং প্রণিধিভাবে আপন দেশে প্রবেশ করিলেন।

যবনদিগের অধিকার ক্রমে বাড়িতে লাগিল। বঙ্গ দেশ তাহাদিগের প্রধান নিবেশস্থান ছিল। এই অলস ও নিদ্র ভিভূত ভূভাগে একবারও, প্রকৃতিক্ষোভ বা বিসম্বাদের বুদ্বুদ উঠে নাই! দেশের বর্ব্বরেরা প্রভু-পরিবর্ত্তনে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ না করিয়া আপনাদি-গের শাঠ্যভাণ্ডারের (৩০) বিনিয়োগ পূর্ব্বক ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের কৃতঘ্নতা ও মায়ি-

কতার অলক্ষ্য কিছুই ছিল না। ইহার নিকট দেবালয়ও পবিত্র ছিল না, দেশীয় লোকের সুখও বিবেচনীয় ছিল না। দরিদ্রেরা স্বদেশীয় ধনীদিগের অপূরণীয় লোভে আহুতি হইল। কৃষাণেরা, যবন ও দেশীয়, এই দ্বিবিধ উৎপীড়কের হস্তে পড়িয়া অনাহারী থাকিত। যাহারা দেশের প্রধান আহার উৎপাদন বিষয়ে গুরুতম পরিশ্রম করিয়া সংসারের প্রতি পালক স্বরূপ ছিল, তাহাদিগেরই পুত্র কলত্র এক্ষণে ক্ষুধায় জর্জর ও শুষ্ক হইতে লাগিল। ম্লেচ্ছদিগের আক্রমণ ও অধিবাসীদিগের কাপুরুষতা, এ উভয়ের ফল বঙ্গদেশে এইরূপে অনুভূত হইতে লাগিল।

কিন্তু ভীষণতার গরিষ্ঠ স্থান মগধ ও উত্তরকোশল। ঐ দুই প্রদেশেই ম্লেচ্ছদিগের ক্রূরতা, সংহারপ্রিয়তা ও দুর্দ্দান্ততার অসংশয়িত নিদর্শন পাওয়া যাইত। শত শত ক্রোশ বিস্তৃত দেশে কেবল লুণ্ঠন ও নরহত্যার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল, নিরুপায় দরিদ্রেরা এক দণ্ড নিশ্বাস ফেলিতে পাইল না। যবনদিগের বিশাল সেনা মহোর্ম্মিমালার ন্যায় জনপদ আচ্ছন্ন করিল এবং ব্যাঘ্রদলের ন্যায় রুধিরলোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

ম্লেচ্ছেরা এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উত্তর পশ্চিমে অগ্রসরণ করিতে লাগিল। তাহারা কেবল পঞ্চালের পার্ব্বতীয় লোকদিগের নিকট পরাজিত হইল। এই

দেশের শিলাময় ভূমিতে এক শিলাময় জাতি উৎ-পাদিত ও বৰ্দ্ধিত হয়। তাহাদিগের যুযুৎসা ও স্বাতন্ত্রস্পৃহা, পার্ব্বতীয় বনস্পতির স্কন্ধের ন্যায় অনম্য। তাহারা সাহস পূর্ব্বক যবনদিগের সম্মুখীন হইল এবং ভয়ানক যবনসংহার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া পাশ্চাত্যদিগের শ্মশ্রুপূর্ণ মুখে হ্রীচিহ্ন ও হৃদয়ে শঙ্কার রোপণ করিল। ম্লেচ্ছেরা সেই অবধি কতকাল পঞ্চাল দেশের প্রতি মুখ ফিরায় নাই। সেই অবধি পঞ্চাল দেশ অনম্যমানস পুরুষকারপরায়ণ স্বাতন্ত্রেপ্সু মহাজনদিগের আশ্রয় স্থান হইয়া রহিল।

আর্য্যাবর্ত্তে যবনের প্রভুতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাগরের তরঙ্গে যাহার দুই উপকূল ধৌত হইতেছে এবং প্রাকার সদৃশ দুই গিরিমালা দ্বারা সর্ব্বদিকে যাহা বেষ্টিত আছে, সেই দণ্ডকারণ্য ভূভাগ (৩১) অদ্যাপি তাহাদিগের পদচিহ্নে কলঙ্কিত হয় নাই। এই স্থানের গিরিভূমিবাসী হিন্দুরা, বিচিত্রবীর্য্যের অধীন থাকিয়া বিতস্তাতীরে যবনদিগের পরাভব সাধনে প্রধান সহায় ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা বিন্ধ্যের উত্তরবাসী ভ্রাতৃগণের সমুদ্ধারার্থ সংকল্প করিতেছিল, এই সময়ে বিচিত্রবীর্য্য ছদ্মবেশে যবনাধিকার পার হইয়া তাহাদিগের দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার দর্শন তাহাদিগের ঘৃতাহুতি স্বরূপ হইল। কতিপয় বৎসর

পূর্ব্বে যাঁহাকে গৌরবশালী কীর্ত্তিমান রাজতনয় দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার দেশ অন্যে অপহরণ করিয়াছে, উঁাহার প্রজা দারুণ বিপাকে পড়িয়া ম্রিয়মাণ আছে, তঁাহার অনুচরেরা নিবিড় অরণ্যের আশ্রয় লইয়াছে ইত্যাদি দেখিয়া ও চিন্তিয়া তাহারা গলিত হইয়া গেল। তাহারা বঙ্গদিগের স্ত্রৈণতা ও কাপুরুষতার অগণ্য ধিক্কার করিতে লাগিল, তাহারা নিশ্চয় করিল যে, যবনদিগকে পরাভব করিয়া কবঞ্চক, দেশোন্মূলনহেতু, নির্লজ্জ, নিম্নগঙ্গাতটবাসীদিগকে নানা স্থানে বিসৃত করিয়া দিব। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ কি চাণ্ডাল, সকলে অকারণরুষ্ট সুরলোকের প্রতি হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহারা, অর্জুনের নিবাতকবচবধ দ্বারা (৩২) ইন্দ্রোপকার স্মরণ করাইয়া, তাঁহারই বংশধর বিত্রিচবীর্য্যের প্রতি অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে লাগিল। দক্ষিণের লোকেরা এইরূপে কুমারের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং এক মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

আর্য্যাবর্ত্তে পাঞ্চালেরা যুবরাজের কার্য্যে অধিকতর সমুৎসাহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। তথাকার দূতেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন পূর্ব্বক অধিবাসীদিগকে উদ্দীপন করিতে লাগিল। চর্ম্মন্বতী যমুনা ও সরযূর জলপায়ীরা মহাহ্লাদে দক্ষিণে যুবরাজের উদ্যম বৃত্তান্ত শ্রবণ

করিল। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যতকাল বাহুবলে মত্ত হইয়া যবনেরা শস্ত্রত্যাগ না করিবে, যতকাল এদেশে জীয়ন্ত যবনদেহ সঞ্চরণ করিবে, যতকাল দুরাত্মা স্বাধীনতাপহারকেরা কেশমাত্র ভূমি অধিকার করিয়া থাকিবে, ততকাল রুধিরবর্ষণ নিবৃত্ত হইবে না, ততকাল শিরামুখ শুষ্ক থাকিবে না, ততকাল নদ-নদীর জল হিন্দুরুধিরে অলোহিত রহিবে না, ততকাল পুত্র ছিন্নগাত্র পিতার নিকট স্বাধীনতার যুদ্ধই দায় স্বরূপ লাভ করিবে। প্রতপ্তদানস উত্তর কোশলেরা এই মহাভীষণ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে সংশপ্তক যোদ্ধা বলিয়া ঘোষণা করিল। "স্বাতন্ত্র্যের জয়" "পৌরবকূলের জয়" "বিচিত্রবীর্য্যের জয়" এই শব্দ দেশের দৈর্ঘে বিস্তারে সমুদ্ঘোষিত হইল। যবনেরা আপণাদিগের অধিকার মধ্যেই ঈদৃশ সাহসাবির্ভাব দেখিয়া পাশদণ্ডের দ্বার খুলিয়া দিল। যাহার প্রতি কিছু সন্দেহ হইত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ ফাঁসী দেওয়া হইত। এই অভূতপূর্ব্ব অরাজকের সময় ভারতবর্ষ, সাধুদিগের সন্নিধি বিবর্জিত হইতে লাগিলেন। উত্তর, পশ্চিম বাসী দরিদ্র ও হীনবলেরা নৈরাশ্যে পতিত হইল। কিন্তু মহানুভবেরা কেবল উদ্দীপিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মন যেন বারুদের স্তূপের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকিল; একমাত্র স্ফুলিঙ্গ পাত হইলেই এরূপ ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইবে

যে, দেবতাদিগেরও দেখিয়া হৃদয়শোণিত শুষ্ক হইবে।

এই কালে বঙ্গদিগের কৃতঘ্নতার আরও নিদর্শন বহির্ভূত হইল। পঞ্চালের দূত মণিপুরের শৈলবাসী প্রজাদিগের প্রতি প্রেরিত হইয়া বঙ্গদেশ দিয়া যাইতেছিল। নির্লজ্জ বঙ্গেরা ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দেশপতি যবনদিগের নিকট ধরিয়া দিল। তাহাদিগের কুটিল বুদ্ধি বুঝিয়াছিল যে, ম্লেচ্ছদিগের যত অনুরক্তি করিবে, যত কুক্কুরের মত মুখপ্রেক্ষী হইবে, ততই প্রিয়তম দাস হইবে। ম্লেচ্ছেরা হিন্দুদিগের ভাবী সমুৎপাতের লক্ষণ অনেক দেখিল। অতএব সময়ে সাবধান হইতে উপেক্ষা করিল না। বঙ্গভূভাগের সরসতা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। বিনা উদ্যমে এমন স্থান ছাড়িয়া গেলে তাহারা কোথায় এরূপ উর্ব্বরা মৃত্তিকা পাইত? কোথায় বা এরূপ আয়ত্ত, যথোক্তকারী চরণলেহী দাস পাইত? পারস্য হইতে শীঘ্র শীঘ্র যোধপূর্ণ রণপোত প্রেরিত হইতে লাগিল। যুদ্ধের সমুদয় সাধন সংগৃহীত হইল এবং অত্যল্পকালেই সেনানাথেরা এন প্রবল সেনা আপনাদিগের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিলেন।

রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজও নানাদিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত সৈনিকরাজির সংকলনে বিলক্ষণ তৎপর রহিলেন। পাঞ্চালেরা স্বদেশ হইতে সশস্ত্র হইয়া বহির্গত হই-

বার প্রতিজ্ঞা করিল। মালব ও উত্তরকোশলেরা নিমেষমাত্রে যবনাধিকার আক্রমণ করিতে সজ্জ থাকিল। কিন্তু সকলের মনই নানাবিধ তমোময় ভব্য-ভাবনা দ্বারা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এই যেন শেষোদ্যম হইতেছে, ইহারই সিদ্ধি বা বৈফল্যের উপর তাহাদিগের উত্তরকালের নির্ভর রহিয়াছে। যদি ব্যর্থ হয়, তবে কি চিরকালের নিমিত্ত ভারতবর্ষ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবে! আর কখন কি হিন্দুর যন্ত্রণার শেষ হইবে না! চিরকালই কি গর্ব্ভবতী-জননীরা, আপন উদরে দাসকে ধারণ করিয়াছে ভাবিয়া, নির্জনে অশ্রুপাত করিবে কখন কি দুর্দ্দিনের অপগম হইলে সৌভাগ্যসূর্য্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন না! হিন্দুর কন্ধদেশকে কি দেবতারা পারতন্ত্র্য বহন করিতেই নিয়ত করিয়াছেন! ইত্যাদি বিষময়ী চিন্তা দ্বারা সকলে বিলোড়িত হইতে লাগিল।

তাহাদিগের আর এক বিশেষ ভাবনা ছিল। যদি কখন দৈবের অনুকম্পায়, স্বাধীনতার সৌভাগ্যে ও সৈন্যদিগের বিক্রমে যবনেরা দণ্ডিত হয়, তথাপি বঙ্গদেশ হইতে তাহারা কখনই উৎসারিত হইবে না। বঙ্গদেশ, জন্ম ভূমির ন্যায় তাহাদিগকে উৎসঙ্গে বাস দিয়াছেন, এবং আপনার সন্তানদিগকে তাহাদিগের সেবার নিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গভূমি হইতে দূরীকরণ না করিলেই বা তাহাদিগের শক্তির কি ভঙ্গ

হইল ; তাহারা এই স্থান দুর্গ স্বরূপ পাইয়া সময়ে সময়ে তথাহইতে অগ্রসর হইবে এবং স্বভাবের অনুরূপ ক্রূরতা দ্বারা জীব সহস্রের সর্ব্বনাশ করিবে। বঙ্গদিগের এরূপ স্বভাব নহে যে, যবনদিগকে নির্ব্বীর্য্য দেখিলে উহাদিগের বিরোধী হইবে। তাহাদিগের জাতিধর্ম্ম যেন দেশের শাসন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে। তাহারা সময়সেবী। যখন যেমন দেখে, তখন সেই রূপ আচরণ করে। কিন্তু কোনকালেই শাঠ্য ও কৃতঘ্নতা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। যদি যবনদিগকে অসমর্থ দেখে, তবে তাহারা বিরোধী হিন্দুদিগের সহিত উহাদের উচ্ছেদ নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। তাহারা বিষলিপ্ত আহার সামগ্রী ম্লেচ্ছদিগকে বিক্রয় করিতে পারে, ম্লেচ্ছদিগের অনুগ্রহে রাজ্যে কিছু ক্ষমতা থাকিলে ম্লেচ্ছের ধ্বংসে সেই ক্ষমতার বিনিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু পুরুষকার সহকারে শস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অরির সম্মুখীন হওয়া, তাহাদিগের ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া বোধ আছে। যদি কখন শস্ত্রধারণ করে, সে কেবল রাত্রে সদেশীয়ের উপর দস্যুবৃত্তি করিবার সময়ে। বঙ্গদেশ এইরূপে যবনদিগের আশ্রয় স্থান হইয়াছে। পারস্য হইতে অকুতোভয়ে পোতরাজি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাগরের তরঙ্গ ভেদ করিয়া গঙ্গার মুখে উত্তীর্ণ হয়। ম্লেচ্ছদিগের দল এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে।

তাহাদিগকে সমূলে উন্মূলন করা অসাধ্য। হিন্দুর রণ-তরী নাই যে,উহা দ্বারা পারস্যপোতের আগমনের ব্যাঘাত হয় এবং এই উপায়ে বঙ্গবাসী ম্লেচ্ছদিগকে, স্বদেশলভ্য সহায্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়া তাহাদিগের নূতন জন্মভূমি বঙ্গদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছনাম হিন্দুস্থান হইতে অবলুপ্ত করে।

যাহাহউক যুবরাজের সাহসের সম্পূর্ণ পরীবাহ দৃষ্ট হইল। তাঁহার মুখে উৎসাহ চিহ্ন দেখিয়া সৈনিকগণেরও কিছু কিছু আশার আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মুখ, তাঁহার অন্তঃকরণের অযথার্থ আদর্শ হইয়াছিল। যদি কেহ জন্মভূমির দাস্য দেখিয়া —বাণবেধসম—বিষবিসারসম—হৃৎশল্যঘট্টনসম যন্ত্রণাজাল অনুভব করিয়া থাকে, যদি কাহারও হৃদয় স্বদেশীয়ের দুরবস্থা দর্শন করিয়া বিদীর্ণ হইয়া শোণিত ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি কাহারও শীর্ষ দুর্দশার ভাবী আধিক্য চিন্তা করিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তবে সেই যন্ত্রণা সেই হৃদয় ও সেই শীর্ষ তাঁহারই ছিল।

স্বাধীনতার সমর কিছুদিনের মধ্যেই প্রজ্বলিত হইল। ইহার প্রচণ্ড জ্বালাবলী দেশকে ভস্মসাৎ ও গ্রাস করিতে লাগিল। ইহার উত্তাপ দ্বারা ভূমি প্রভূত রুধিরে সিক্ত হইবার পরই শুষ্ক হইয়া গেলেন। যবনদিগের নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা এবং হিন্দুদিগের সহিষ্ণুতা ও প্রারব্ধাভিনিবেশ অনবলোপ্য অক্ষরে অঙ্কিত হইল।

যুবরাজের ক্ষমতা ও বুদ্ধির অসম্ভাবনীয় প্রয়াস হইতে লাগিল। তিনিই সেনাস্বরূপ শরীরের অন্তরাত্মা ছিলেন। যেভাগে অবধান না করিবেন সেই ভাগই জড় ও অকর্ম্মণ্য থাকিবেক। পাঞ্চাল সেনা দুর্ভেদ্য ব্যূহে সজ্জিত থাকিয়া ম্লেচ্ছদিগের উপর কোপবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শাণিত তরবারি ধারায় অগণ্য ম্লেচ্ছের নিপাত হইল। উত্তরকোশলেরা স্বাধীনতার স্বহস্তোৎপাদিত বীরবর্গের ন্যায় শত্রুধ্বংসে প্রবৃত্ত হইল। পারসীকেরা এই সময়ে অবশ্যই নৈরাশ্যের অন্ধকারময় কুহরে বিক্ষিপ্ত হইত, কিন্তু তাহাদিগের অধীশ্বর স্বদেশ নির্লোক করিয়া এই যুদ্ধের পোষকতা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যেখানে তাহাদিগের নামও শ্রুত হয় নাই, তাহারা এমন স্থানে যূথে যূথে সমাগত হইয়া, কালের অনুচর বর্গের সদৃশ কার্য্য আরম্ভ করিল। তাপী নদীর মুখে এক অগণনীয় সেনা উত্তীর্ণ হইয়া দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। যুবরাজ পাঞ্চালদিগের উপর উত্তর ভাগ রক্ষার ভার সমর্পণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে যাইয়া এই সেনার পুরোবর্ত্তী হইলেন।

ঘোর সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। মানুষের সাধ্য যাহা কিছু আছে, যুবরাজ সে সমুদয় করিতে ক্রটি করেন নাই। যদি অর্জ্জুন এই মহারণ দেখিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে, অগ্নির গাণ্ডীব না পাইয়া, বাসুদেবের সহকারিতার অপেক্ষা না রাখিয়া এবং ইন্দ্রের অপত্য-

স্নেহের ভাজন না হইয়া, আপনার বংশধর ঈদৃশ প্রতাপ দেখাইতেছেন ইহা দেখিয়া তিনি যুগপৎ, শ্লাঘা ও লজ্জা এ উভয় ভাবের আস্পদ হইতেন। জয়শ্রী ম্লেচ্ছাদিগের সংখ্যার সাতিশয় আধিক্য দেখিয়া তাহাদিগের প্রতিই নত হইতেছিলেন, কিন্তু বিচিত্র-বীর্য্যের উৎসাহ সূচক প্রতিবোধনা শ্রবণ করিয়াই যেন সুবর্ণসূত্রাকৃষ্টা হইয়া, পুনর্ব্বার সন্দেহ দোলায় সমর্পিত হইলেন। একজন যবন যোদ্ধা, বিচিত্রবী-র্য্যের সুশ্রীক ও মহিমান্বিত আকার এবং তেজঃ প্রসারী নয়নভঙ্গি দেখিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এবং আপন প্রাণের সমুদয় প্রযত্নের সহিত আকর্ণ ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক, এক নিশিত ও বিষলিপ্ত বাণ তাঁহার প্রতি মোচন করিয়াই, একজন হিন্দু সৈনিক কর্ত্তৃক দ্বিধা ছিন্ন হইয়া কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল। সেই বাণ, তাহার কৌশলেই হউক, হিন্দুর দুর্ভাগ্যেই হউক, ভবিতব্যতার বলেই হউক, বিচিত্রবীর্য্যের বামপার্শ্বে ও স্বাধীনতার উরস্থলে সবেগে প্রবেশ করিল। তাঁহার অকলঙ্ক রুধিরের সহিত সৈনিকগণের হাহাকার নির্গত হইল। যুবরাজ অলৌকিক ধৈর্য প্রদর্শন পূর্ব্বক "মাভৈঃ! মাভৈঃ! কে এই পাপেরা হিন্দুর স্বাতন্ত্র হরণে!" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন! তাঁহার উৎসাহিনী জিহ্বা নিরুদ্ধ হইল, আরক্তনীল নয়নযুগল উত্তান হইল এবং তখনই বীচিত্রবীর্য্যের

প্রাণ অতীত হইল। ভারতের সর্ব্বোজ্জ্বল তারা অস্ত-গত হইলেন। স্বাধীনতা হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

বিচিত্রবীর্য্যের টিপ্পণী।

উপরিস্থ উপোদ্ঘাত দেখিয়া সকলেই এই কথা বলিতে উদ্যত হইবেন " বহিও বড়, তার আবার টীকা!" সে কথা অতি যথার্থ। কিন্তু যখন বহি ছাপাইলাম, তখন তাহাতে যে সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে, সে গুলিকে বিশেষ রূপে পাঁচ জনের পরিচিত করিবার চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অতএব, প্রকৃত মনুসরামঃ।

(১) তক্ষক দংশনে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে তাঁহার তেজস্বী পুত্র রাজা জনমেজয় এমন এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন যে, যেখানকার যত সর্প আসিয়া মন্ত্র বলে অগ্নিতে আহুতি হইতে লাগিল। কিন্তু বাসুকির ভাগিনেয় আস্তীকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা যজ্ঞ বন্দ হইল। ইত্যাদি বৃত্তান্ত মহাভারতের আদিপর্ব্বে সবিস্তরে বর্ণিত আছে। এক্ষণে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর ঔদার্য্য দ্বারা অনেক অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাও মহাভারতকে করামলকবৎ করিয়া ফেলিবেন। তবে যত লোকে তাঁহার নিকট কেতাব ভিক্ষা করে, তত লোক কিছু পড়ে না; কেহ লাইব্রেরি সাজায়, কেহ বা অন্যের নিকট বি—। এটা একটা দুঃখের বিষয় বটে।

(২) উদ্ধার চিহ্নের (অর্থাৎ কোটেশনের চিহ্নের) মধ্যবর্ত্তী কয়েক পংক্তি, রঘুবংশের সপ্তদশ সর্গের

অন্তর্গত পুরধ্বংস বর্ণন হইতে গৃহীত। যাঁহার ভাগ্যে সেভাগ টুকু পড়া ঘটিয়াছে, তিনিই দেখিবেন যে, কালিদাসের হস্তাবলম্বন পাইয়াও আমার ধ্বংসবর্ণনা কত হেয় হইয়াছে। আমি এইস্থলে একেবারে বলিতেছি যে, রঘুবংশ এবং আরও দুচারি সংস্কৃত কাব্য হইতে কোথাও কোথাও ভাব চুরি করিয়াছি, পদে পদে তাহা দেখাইয়া দিতে বড় লজ্জাও বোধ হইবে, বিরক্তিও ধরিবে। এরূপ করাতে বজ্জাতেরা আমাকে এই বলিয়া গালি দিবে যে,

কৃতপ্রবৃত্তিরন্যার্থে কবির্বান্তং সমশ্নুতে।

অর্থাৎ

পরের ভাব যে কবি গ্রহণ করে, সে বমি ভক্ষণ করে। তাহাদিগের প্রতি আমার এই উত্তর যে, আমি কবিনামের প্রয়াসী নহি। প্রতিধ্বনি করিব ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

(৩) যেমন সমুদ্রের উপর মধ্যে মধ্যে দ্বীপ হইয়া আছে, উহাতে জলযাত্রীরা এক এক বার বিশ্রাম করিতে পায়, এবং নিরন্তর সাগরের নীল জল দেখিয়া চক্ষের যে বিতৃষ্ণা জন্মে, স্থলের বৃক্ষলতাদির বর্ণবৈচিত্র দেখিয়া চক্ষের সেই বিতৃষ্ণা অপনয়ন করে, সেই রূপ সুবিস্তীর্ণ মরু ভূমির ভিতরও এক প্রকার নিসর্গসিদ্ধ বিশ্রামস্থান আছে। তাহাদের নাম ওশিস। চারিদিকে বালি ধূ ধূ করে, মধ্যস্থলে এমন কি বিঘা শ পাঁচ ছয় ভূ-

মি নবশষ্প, ফলবান খর্জ্জূর বৃক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুএকটী স্রোতস্বিনী এই সকল নয়নপ্রীতিকর পদার্থ দ্বারা ভূষিত থাকে। তথায় ঘর কতক বসতি ও থাকে। আফ্রিকার উত্তর অংশে সাহারা নামক মরুভূমিতে এরূপ ওশিস অনেক মিলে। বাণিজ্যোপলক্ষে ঐ ভয়ঙ্কর কান্তারাপথ যাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে হয়, তাঁহারা বড় বড় সার্থের (যাহাকে কারাভান্ কহে) সঙ্গে প্রয়াণ করেন। এক এক সার্থে চারি পাঁচ হাজার উষ্ট্র থাকে, তাহারা মরুসাগরের জাহাজ স্বরূপ। দ্বীপের সহিত ওশিসের এই এক বৈসাদৃশ্য আছে যে, দ্বীপ গুলি সমুদ্রের জল অপেক্ষা উচ্চ, ওশিসের ধরাতল চারিদিকের ধরাতল অপেক্ষা কিছু নীচু। ওশিসের চারিধারে উহার প্রাকারের মত এক প্রস্তরময় বেষ্টন থাকে। তদ্দ্বারা এই হয় যে, ঝঞ্ঝাবাতের সময় চারিদিকের বালি উড়িয় আসিয়া ওশিস্ বুজাইয়া দিতে পারেনা।

(৪) যদিও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কীর্ত্তি ভারতবর্ষের কোন ঘটনার সহিত বিশেষ রূপে সংলিপ্ত হয় নাই, তথাপি তাঁহার নাম শুনে নাই এমন লোক অতি অল্প। ফরাশি উপপ্লব রূপ বিষম ঝটিকাকে সংস্তম্ভিত করিয়া, তিনি শোলবৎসর কাল ইয়োরোপ খণ্ডকে স্বীয় লীলার নাট্যশালা করিয়া রাখিয়াছিলেন, একথা বোধ করি লেখাপড়ার চর্চ্চাকারী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। যদি না জানেন, তবে জানা টা

প্লাটো। ইত্যাদি নামে বিভাগ করেন, সেই রূপ প্রাচীনকালেও ধরাতলের উচ্চতা অনুসারে ভাগ করা রীতি ছিল। যথা, যে ধরাতল সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে অতি অল্পউচ্চ, তাহাকে অনূপ কহিত। ইহাকে সাহেবেরা প্লেন অথবা লোলাণ্ড কহেন, যেমন বাঙ্গালা, হলণ্ড, ইত্যাদি। আবার উন্নত ধরাতলকে মালক্ষেত্র কহে। ইহার নাম প্লাটো অথবা টেবল্ ল্যাণ্ড।

সদ্যঃসীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্র মারুহ্য মালং।

এই মেঘদূতীয় শ্লোকখণ্ডের ব্যাখ্যাস্থলে মল্লিনাথ লেখেন।

মাল মুন্নতভূতল মিত্যুৎপলঃ।

হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক অতি উন্নত মালক্ষেত্র আরম্ভ হইয়া এবং অল্টাই, খিঙ্গান প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণীতে পরিবদ্ধ হইয়া বরাবর ক্রমনিম্নভাবে উত্তর মহার্ণবের তীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেই রূপ মহারাষ্ট্র দেশ একটী সুদীর্ঘ মালক্ষেত্র। ইহার পশ্চিমে পশ্চিম ঘাট রহিয়াছে। পূর্ব্বে ক্রমে নিম্ন হইয়া বাঙ্গালা উপসাগরের তীরে মিলাইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত গোদাবরী কৃষ্ণা প্রভৃতি বড় বড় নদী পূর্ব্ব মুখেই প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়। ভারতবর্ষের মালক্ষেত্র গুলি সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। নানাজাতীয় আহারদ্রব্য ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন

হয়, অথচ সমুদ্র হইতে কিছু উন্নত বলিয়া উক্তদেশীয় উত্তাপ কিছু লঘূকৃত হয় এবং অধিবাসীদিগের শরীরকে কমজোর হইতে দেয় না। অতএব যামক্ষেত্র গুলিকে ভারতবর্ষের মুখ্যতম অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অনুচিত নহে।

(১০) আটানব্বই হাজার চারিশ পনর পদাতি, উনষাটি হাজার উনপঞ্চাশ ঘোড়সোয়ার, উনিশ শ একষট্টি হস্তিযোদ্ধা এবং তত রথী থাকিলে এক অক্ষৌহিণী হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী ও কৌরবপক্ষে এগার অক্ষৌহিণী, দিন শোল সতরর মধ্যে প্রায় নিঃশেষ হয়, কেবল সাত জন অবশিষ্ট ছিলেন। কই, আজি কালি আর এমন জাঁকাল লড়াই শুনা যায় না। তবে নেপোলিয়নের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ফ্রান্সে ম লাক ফৌজের বরাদ্দ হইয়াছিল বটে এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধে এক তরফে গড়ে চল্লিশ হাজার করিয়া যোদ্ধা মরে বটে। তা নহিলে এক্ষনকার যত লড়াই, সকলই ছেলেখেলার মধ্যে। বোধ হয়, যিশুখৃষ্ট যুদ্ধকার্য্যের অত বিদ্বেষ্টা বলিয়া তাঁহার মতাবলম্বীরা মনুষ্যরুধির অকাতরে ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হয়। তবে যে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ হয়, তাহার এক কথা আলাদা। সে সব ধর্ম্মার্থ কিম্বা আততায়িবধার্থ।

(১১) মহাভারতের আভাপর্ব্বের ত্রিংশ অধ্যায়ে

বর্ণনা আছে যে, মাহিষ্মতীর কোন মহারাজের পরম রূপবতী এক দুহিতার প্রতি আসক্ত হইয়া অবধি ভগবান্ হুতাশন দেব তাঁহার পুররক্ষী হইয়া আছেন। শত্রুরা প্রবেশ করিলে তাহাদিগের দলে আক্রমণ করিয়া সব্ দগ্ধ করিয়া দেন। সহদেব দিগ্বিজয়ের সময়ে এই বিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন।

মাহিষ্মতীর ধ্বংসশেষ অদ্যাপি তীর্থযাত্রীরা দেখিতে পান। নর্ম্মদার তীরে এক স্থান অদ্যাপি "সহস্রবাহুকা বস্তি" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই সহস্রবাহুরই আর এক নাম কার্ত্তবীর্য্য এবং ইনিই পরশুরামের কুঠারধারায় প্রাণ সমর্পণ করেন। কার্ত্ত-বীর্য্যও নিজে একজন সামান্য লোক নহেন। একবার তাঁহার কারাগারে রাবণ পর্য্যন্ত যাইয়া পবিত্র হইয়া আসিয়াছিলেন। রঘুবংশের ষষ্ঠে সে কথার উল্লেখ আছে।

(১২) নরকের এক প্রদেশের নাম কুম্ভীপাক। সকল জাতীয় লোকেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে অক্লেশে নরকে পাঠাইয়া দেয়। খৃষ্টানেরা হিন্দেন-দিগকে সেই নরক হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত কত দূরদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক পরিত্রাণের কথা শ্রবণ করাইতে আসিয়া অতি প্রশংসিত মহানুভাবতা দেখান বটে। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে বিজাতীয়দি-গকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার পদ্ধতি নাই, অতএব

তাঁহারা, স্বর্গের উপর স্বত্ব আপনাদেরই আছে, জানিয়া রাখিয়াছেন এবং মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ম্লেচ্ছদিগকে, কুম্ভীপাক অন্ধতামিস্র, কূটশাল্মলী প্রভৃতি নারকীয় স্থান অনায়াসে দান করিয়া ফেলেন।

(১৩) যজ্ঞের অশ্ব চুরি করিয়া ইন্দ্র পলাইতেছেন, এমন সময় যুবরাজ রঘু তাঁহার দেখা পাইয়া কহিলেন।

গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে
ন খল্বনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্।

অর্থাৎ

যদি অশ্ব না দেওয়াই মত হয়, তবে অস্ত্র ধারণ কর, রঘুকে পরাভব না করিয়া তোমার অশ্বহরণ সিদ্ধ হইবে না।

দেবরাজ সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক প্রহার প্রতিপ্রহার চলিলে ইন্দ্রের কিছু অপমান হইল। তখন তাঁহার হস্ত হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ইন্দ্রের বজ্র রঘুর হৃদয়ে আঘাত করিল। রঘু ক্ষণকাল বিচেতন থাকিয়া আবার যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

(১৪) কান্দিশীকত্ব,—

কাং দিশং যামি, অর্থাৎ কোন দিকে পালাই রে এই বলিয়া যে পলায়ক হয়, তাহাকে কান্দিশীক বলে এবং কান্দিশীকের ধর্মকে কান্দিশীকতা কহে। অমর কোষে আছে।

কান্দিশীকো ভয়দ্রুতঃ।

ইংরেজীতে যাহাকে পল্‌ট্রূন্ ও পল্‌ট্রূনারি বলে, বাঙ্গালায় তাহার নাম যথাক্রমে কান্দিশীক ও কান্দিশীকতা হইতে পারে। ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাষায় যদিও নামটী নাই, তথাপি এদেশে জিনিশ্‌টী অনেকই আছে অর্থাৎ প্রায় সকলেই কান্দিশীক। এই নিমিত্ত বলি যে বাঙ্গালা ভাষায় প্যাট্রিয়টিস্‌ম্ (দেশানুরাগ) কথাটার প্রতিবাক্য নাই বলিয়া, যে সাহেব বাঙ্গালিদিগকে দেশানুরাগশূন্য বলিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রান্তি হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ কান্দিশীক শব্দটী কিছু চলিত নাই, অথচ কান্দিশীক শব্দের অভিধেয় প্রচুর আছে, তেমনি প্যাট্রিয়ট্ শব্দ না থাকিলেও অনেক প্যাট্রিয়ট থাকিতে পারে ইত্যলং বাহুল্যেন।

(১৫) যে নামের যাহা অর্থ, অর্থাৎ যে নাম দ্বারা যে গুণ ব্যক্ত হয়, যদি নামের অধিকারী ব্যক্তিতে সেই গুণ বর্ত্তে, তবে নামটী অন্বর্থ হয়। যেমন, বিলক্ষণ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিদ্যাসাগর বলিলে বিদ্যাসাগর নামটী অন্বর্থ হয়। তেমনি, বিচিত্র বীর্য্যের অধিকারী পুরুষকে বিচিত্রবীর্য্য বলা উচিত। নতুবা এদেশের ভট্টাচার্য্যদিগকে উপাধি দিবার মত নাম দিলে নামের অন্বর্থতা থাকে না।

(১৬) রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর অগষ্টসের এক দল সৈন্য, পরকীয় অধিকার আক্রমণ করিতে গিয়া, একে-

বারে বিনষ্ট হওয়াতে অগস্তুটস্ এত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়া ছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে নিদ্রাবস্থায় সেনাপতির নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিতেন “ আমার ফৌজ কি করিলে ? আমার ফৌজ আমাকে আনিয়া দাও ” ।

(১৭) আমার একটা একপ্রকার ভ্রান্তি ছিল যে, এক্ষণকার পঞ্জাব ও প্রাচীন কালের পঞ্চাল এ দুই এক দেশ । কিন্তু মহাভারতের স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া বোধ হইল যে তাহা অসম্ভব । অতএব এগ্রন্থে যে যে স্থলে পঞ্চাল শব্দের উল্লেখ আছে, তত্তাবতে পঞ্চনদ শব্দ নিবেশিত করা উচিত। পঞ্চনদ বলিতে ঠিক পঞ্জাব। মহাভারতে, ইন্দ্র প্রস্থ হইতে পশ্চিমদিকে পঞ্চনদের সংস্থান নিরূপিত আছে । অতএব যদি ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লীর সন্নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পঞ্চনদ ও পঞ্জাব এক হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, পঞ্জাব শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থও যাহা, পঞ্চনদ শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থও তাহা ? পঞ্জাবের এক্ষণকার অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক বলবীর্য্যের বিষয় ভাবিলে, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকেও পরাক্রমশালী মনে করিতে হয় । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উদ্ধারার্থ যে কোন উদ্যম হউক, শিখেরা তাহার কেহই নয়, এরূপ কল্পনা কখন করা যাইতে পারেনা ।

(১৮) যে যে স্থানে স্বাতন্ত্র্য ও উৎপীড়নার যুদ্ধ হইয়া উৎপীড়কদিগের বিজয়লাভ হইয়াছে, সেই সেই

স্থানেই স্বাতন্ত্রপ্রিয় মনস্বী পুরুষেরা পরমপ্রেমাস্পদ স্বদেশ পর্য্যন্ত পরিহার পূর্ব্বক জঙ্গল ও পাহাড়ের শরণাগত হইয়াছেন। জঙ্গল ও পাহাড় যেন স্বাধীনতার আশ্রয় স্থান। প্রকৃতি যেন ঐ সকল দুর্গম প্রদেশকে স্বাতন্ত্রের দুর্গ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন এবং দাসত্বের অনুপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডে প্রথম চার্লসের রাজত্ব সময়ে কতিপয় অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ, রাজার যথেচ্ছাচার বজায় থাকিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমেরিকার বিশাল মহারণ্যে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহাদিগের বংশধরেরা, গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় এক চমৎকার সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাই এক্ষণে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স নামে বিখ্যাত হইয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত সমান আগ্রহ সহকারে সভ্যতামঞ্চে অধিরোহণ করিতে।

(১৯) 'মানসিক শক্তি' এরূপ কথা বাঙ্গালায় নাই বটে। কিন্তু ইহার অর্থ বেশ্ বুঝাইয়া দেওয়া যায়। মনে কর খ্রীষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা যিশু খ্রীষ্ট কি ছিলেন! অতি সামান্য কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, সহায় ছিলনা, সম্পত্তি ছিলনা, কিছুই ছিলনা। প্রায় ১৮৩০ বৎসর অতীত হয়, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অথচ অদ্যাপি এমন কত লোক আছেন, যাঁহারা তাঁহার নামে প্রমত্ত হন, তাঁহার বাক্যগুলি অমৃতের ন্যায় বোধ করেন, তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা

করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে রাজী আছেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠা দেশবিদেশে প্রচার করিবার নিমিত্ত কত কষ্ট স্বীকার করেন। ইহা কিসের গুণে বল দেখি? শুদ্ধ মানসিক শক্তির গুণে। অলৌকিক প্রতিভাশক্তি দ্বারা মণ্ডিত হইয়া খ্রীষ্ট, যাহা যাহা মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ মানুষের মঙ্গলকর বটে, এই নিমিত্তই না তাঁহার নামে এত আদর! এই নিমিত্তই না তাঁহার ধর্ম্মনীতির উপর লোকের এত ভক্তি! সেইরূপ, আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ মানসিক শক্তির নিদর্শন স্থল। সেইরূপ ওয়াটসের বাষ্পযন্ত্র আবিষ্ক্রিয়া মানসিক শক্তির ফল স্বরূপ। সেইরূপ দরিদ্রকুলে জন্মিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসন লাভ করিয়াছেন, তাহাও মানসিক শক্তির ফল। সেইরূপ লঘুমাত্রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর যে বাঙ্গালি হইয়াও গবর্ণরজেনরলের উপরও প্রভুতা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও মানসিক শক্তির ফল ইত্যাদি।

(২০) কুমারিকা অন্তরীপ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত। ইহা বেষ্টন করিলেই বঙ্গোপসাগরে পড়া যায়।

(২১) এক্ষণে যাহার নাম বাঙ্গালা উপসাগর, তাহারই প্রাচীন নাম প্রাচ্যসাগর। ইহারই শীর্ষদেশে গঙ্গার মুখ এবং বামপার্শে করমণ্ডল উপকূল।

(২২) দিনের বেলা নিদ্রা যাওয়া বড় অলসের কর্ম্ম।

বাঙ্গালিদিগের মত অলস জাতি আর নাই। অতএব বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের মধ্যে যে এই ব্যবহার বহুল-রূপে প্রচলিত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য নাই। ইহার উপমা তুরুষ্ক জাতিদের মধ্যে মিলে। দিনের বেলার নিদ্রাকে তাহারা সিয়েস্তা কহে এবং প্রত্যহ একবার সিয়েস্তা গ্রহণ না করিলে তুরষ্কদিগের ভদ্রতা রক্ষা হয় না। তাহাদিগের এই কুরীতি যে স্বভাব হইতে উৎ-পন্ন হইয়াছে, সেই স্বভাবের দোষেই তুরুষ্কেরা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয় নিকেতন ইউরোপের ক্রোড়স্থ থাকিয়াও, অন্যান্য ইয়োরোপীয়দিগের নিকট হীন হইয়া আছে। নতুবা তুরুষ্কদিগের বল বীর্য্য বা সাহস কিছু, অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি অপেক্ষা এত কম নয়, যে তুরুষ্ক-দিগকে তন্নিমিত্তে হীন হইয়া থাকিতে হয়। তাহারা পরাক্রমীও বটে, তেজীয়ান্ও বটে, অথচ আলস্যের দোষে ইয়োরোপীয় সভ্যতাবৃদ্ধির সমকক্ষ থাকিতে পারে না।

(২৩) স্মিতমুখে পাদলেহন—বলিতে, হাসিতে হাসিতে আসিয়া পা চাটা। কর্ম্মটা বড় নীচ প্রবৃত্তি লোকের বটে। যে সকল বঙ্গেরা পূর্ব্বে পাদ পদ্ম পর্য্যন্ত প্রণাম করিয়া রঘুর বশীভূত হইয়াছিল, তাহাদিগে-রই কথা বলিতেছি। তাহাদের বংশধরেরা এখন সেরূপ আচরণ হইতে কতদূর বিরত হইয়াছেন, তাহা ভগবান্ জানেন। আমার এই গ্রন্থ প্রাচীন কালের

বিবরণ বলিতেছে, বর্ত্তমানের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। অতএব একপ্রকার আতিতায়ামিগকে নিন্দা করিতেছি বলিয়া, আমি যেন লাইবেল্ আইনের বশে না আসি, দোহাই ধর্ম্মের।

(২৪) মগধের প্রধানতম ভাগ এক্ষণে বেহার নামে প্রসিদ্ধ। উত্তরকোশল আর আউড্ এ উভয়ই এক। মগধের অধিবাসীদিগের পরাক্রম অদ্যাপি কত দূর বজায় আছে, তাহা কুমার সিংহের অনুচরেরা বিগত বিদ্রোহের সময় এক প্রকার দেখাইয়াছে। আমরা যা-হাদিগকে ভোজপুরিয়া বলি, তাহারা বস্তুগত্যা মা-গধ। আর, উত্তরকোশলেরা আজি পর্য্যন্ত বীর্য্যদর্প অব্যাহত রাখিয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগের দেশে লার্ড কানিঙ্ বাহাদুর অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। লার্ড ডেলহৌসী এক নবাবের উৎপীড়ন হইতে লোকদিগকে পরিত্রাণ করিবার প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। নবাবের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অনেকের হস্তে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভবিষ্যতে যদি কখন আবার তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হয়, তবে আউড্ই তাহার মধ্যস্থল হইবে, বন্দোবস্তটা এরূপ করা হইয়াছে।

(২৫) দিল্লীর উত্তর পূর্ব্বে গঙ্গাতটে হস্তিনা পুরী প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। ভরতবংশীয় মহারাজদিগের এই উদ্দাম রাজধানী এক্ষণে নামশেষ। হিন্দুরা তাহার

সন্নিবেশ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেবল কতিপয় ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের প্রযত্নে উহার অধিষ্ঠান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। আমরা এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের ভারতবর্ষ ইতিবৃত্তের ভুচিত্রে দেখিয়া হস্তিনাপুরী চিনিয়াছি।

(২৬) বয়ঃক্রমকে অতিক্রম—এরূপ ভাষা বাঙ্গালার মধ্যে চলিত নাই বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, অল্প বয়সে প্রবীণ হওয়া। সচরাচর লোক অল্প বয়সে উদ্ধত সমুৎসাহী অভীরুচেতা ও অবিমৃষ্যকারী থাকে। যত বয়স বাড়িতে থাকে, তত এ সকল দোষ গুণ কমিয়া যায়, অন্যবিধ এক দল দোষ গুণ আসিয়া জুটে। তখন অবিমৃষ্যকারিতা যায় বটে, কিন্তু ক্ষিপ্রকারিতা থাকে না, ঔদ্ধত্য যায় বটে, কিন্তু অনেক অমূলক শঙ্কা ও সঙ্কোচ মনকে জড়িত রাখে। যিনি কিন্তু যৌবনের সমুচিত সমুদায় সদ্গুণের সহিত বার্দ্ধকের অনুযায়ী সমুদায় সদ্গুণ মেলাইতে পারেন, তাঁহারই বয়ঃক্রমকে অতিক্রম করা হয়। ইহাকেই কালিদাস বলিয়াছেন যে,

বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা।

রঘুবংশ। ১ ম সর্গ।

(২৭) রঘুবংশের দ্বাদশে আছে যে,

তং কর্ণমূল মাগত্য পলিতচ্ছদ্মনা জরা।

কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ রাজ্ঞে শ্রীর্নস্যাত্ম্যমিতি ।

অর্থাৎ

পাছে কৈকেয়ী টের পায় এই ভয়ে জরা, প্রথমে মহারাজ দশরথের কর্ণমূলে পাকা চুল রূপে দেখা দিয়া চুপি চুপি কহিল যে „ রামকে রাজা করুন । „

ফলতঃ জরা, প্রথমে দেখা দিতে মস্তকের দুই পাশেই দেন, এবং তিনি যেন চিত্রকরীর ন্যায় শুভ্রবর্ণেই সমুদয় মস্তক ও মুখ মণ্ডিত করেন ইত্যলং নিজোক্তি ব্যখ্যানপ্রপঞ্চেনেতি ।

(২৮) আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের দশা " অঙ্কল টম্‌স্ কাবিন " নামক আখ্যায়িকাতে সবিস্তরে বর্ণিত আছে । ইংরেজী জানিলেই সে বহি খানি পড়িতে হয় । যদি কেহ ইংরেজী জানিয়াও তাহার আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া থাকেন, তবে তিনি বড় অলস অথবা দুর্ভাগ্য ব্যক্তি হইবেন । আমি তাঁহাকে অবিলম্বে পড়িতে উপদেশ দি ; আমার গ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিবার নিমিত্ত নহে । একণে ক্রীতদাস উপলক্ষ করিয়া আমেরিকায় যে কাটাকাটি চলিতেছে, সেটাও অন্তভঃ আকলন করিতে পারিবেন । কেননা অনেক বিজ্ঞ বলিয়াছেন যে, আমেরিকার বর্ত্তমান অন্তর্ব্বিরোধ, " অঙ্কল টম্‌স্ কাবিন „ গ্রন্থ প্রণয়নের বিলম্বিত ফল স্বরূপ । যদি তাহা হয়, তবে এটাও মানসিক শক্তির একটা দৃষ্টান্ত বটে ।

(২৯) অনির্ব্বাণ দন্তী বলিতে, যে হাতীকে সংপ্রতি বন হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, এখনও বশ হয় নাই, সুতরাং যে হাতীর পক্ষে ডাঙশ কিম্বা হাওদা বড় অসুখকর হইয়া উঠে। বাঙ্গালা ভাষাতে এত বড় পণ্ডিতী শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া পাঠকবর্গ মাফ করিবেন। কেবল অগত্যা হইয়াছে।

(৩০) বাঙ্গালির শাঠ্য ভাণ্ডার।—ভাণ্ডার বলিতে যে স্থান হইতে ধন বাহির করা যায়, বাঙ্গালিরা সে শাঠ্য হইতেই ধন সঞ্চয় করেন এটা বস্তুগত্যা হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের গায়ে নাই জোর, মনে নাই তেজ, অতএব জোরের অপ্রতুল বশত যে ধন বাহির হইয়া যায়, শঠতা দ্বারা তাঁহারা সেটা প্রত্যাহরণ করেন। এরূপ কর্ম্ম অন্যায় কি না বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে দুই দিকে পোষাইয়া যায় বটে। ফলতঃ এক জন অতিবিখ্যাত ও বুদ্ধিমান বাবু বলিতেন যে, ইংরেজদিগকে ঠকাইলে পাপ নাই। উহারা দস্যুবৃত্তি করে। আমরা চৌর্য্যবৃত্তি না করিলে চলে কই। যাহা-হউক, ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

(৩১) এক্ষণকার ভূগোলে যাহাকে দাক্ষিণাত্য কহে, অতি পূর্ব্বকালে তাহা জঙ্গলময় ছিল বলিয়া উহার সাধারণ নাম দণ্ডকারণ্য। দণ্ডকারণ্যের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকালয় ছিল। বোধ হয়, তাহাদিগেরই অন্যতর, রাক্ষসগণের জনস্থান হইবে। ভবভূতির

বর্ণনা দ্বারা দণ্ডকারণ্য ভূভাগ আমাদিগের মনে অতি মধুর ভাবে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে। দণ্ডকারণ্যের অবশেষ অদ্যাপি গণ্ডোয়ানার অরণ্যে লক্ষিত হয়; তথাকার ভিল্ল ও গন্দ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা রাক্ষস বানর রূপে রামায়ণের নায়ক হইয়া আছে। তমসার তীরে বাল্মীকির দিব্য চক্ষুতে তাহারা অতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই এবং সেই আকৃতি কবির অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি দ্বারা চিরস্থায়িনী হইয়া গিয়াছে।

(৩২) দ্বাদশ বৎসর বনবাসের মধ্যে অর্জ্জুন অনেক দিন স্বর্গে কাটাইয়াছিলেন। সেই সময়ে নিবাতকবচ নামক দুর্দ্দান্ত দানববর্গকে সংহার করিয়া দেবরাজের মহোপকার সাধন করেন, কারণ বরপ্রভাবে উহারা ইন্দ্রের অবধ্য ছিল।